Vol. 29 | No. 3 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ

Volume	29
Issue	3
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভীষ্মদেব চৌধুরী
Published online	June 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i3.6
Pages	159-246
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ

ভীষ্মদেব চৌধুরী

ভূমিকা

এক : জীবনকথা

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন বৃহত্তর শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ (বর্তমানে ভারতের কাছাড় জেলার অন্তর্গত) শহরের নাটিখাল এলাকায় সৈয়দ মুজতবা আলী জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা খান বাহাদুর সৈয়দ সিকান্দর আলী (১৮৬৫-১৯৩৯), জননী আয়তুল মান্নান খাতুন (১৮৭৯-১৯৪২)। ইংরেজী ভাষার অনুরাগী এবং ইংরেজী কথোপকথনে উৎসাহী[২] সৈয়দ সিকান্দর আলীর চারপুত্রের[৩] মধ্যে মুজতবা ছিলেন তৃতীয়। মুজতবা আলীর দুই অগ্রজ যথাক্রমে সৈয়দ মোস্তফা আলী[৪] ও সৈয়দ মূর্তাজা আলী[৫] স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের পঞ্চ-সহোদরা পাঠশালার বৃত্তি লাভ করেন এবং এঁদের মধ্যে সৈয়দ হাবিবুন্নেসা (১৯০৭-৫৪)-র কাব্যগ্রন্থ 'জীবনের সাথী' ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৬]

শিক্ষানুরাগের পারিবারিক প্রতিবেশে সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম এবং নবোদ্ভূত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদার ও উচ্চ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর শৈশব অতিবাহিত। এই উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তথা শিক্ষানুশীলনে পিতার অবাধ প্রশ্রয় এবং উচ্চশিক্ষা-গ্রহণে নিয়োজিত দুই অগ্রজের সার্বিক সম্মতি ও অনুপ্রেরণা 'আজীবন-ছাত্র' মুজতবার বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক এই অভিধাকে শৈশব-লগ্নেই পরিপুষ্ট করেছে। মুজতবা-চরিত্রের অন্যতর বৈশিষ্ট্য আড্ডাপ্রিয়তা, বাক্‌নৈপুণ্য, পরিহাস-কৌতুক এবং পরিশীলিত ব্যঙ্গ-বাণ নিক্ষেপের অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার উৎস তাঁর বাল্যের বন্ধু-প্রেম ও সে-সূত্রে সৃষ্ট আড্ডার

অভ্যাস। উপস্থাপিত পত্রসমূহে এই দুই বৈশিষ্ট্যের অভিনব সংশ্লেষ আমরা প্রত্যক্ষ করব।

শৈশবেই মুজতবার প্রত্যবেক্ষণ-স্পৃহা এবং অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুজতবার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তৎকালীন Inspector General of Registration মি. হেজলেট (I.C.S.) চাড়াভাঙ্গা সাব রেজিস্ট্রারের অফিস পরিদর্শনে আসার পর কৌতূহলী-মুজতবা সাহেবের বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা রিস্টওয়াচে হাত রাখলে সাহেব কৌতূহলী বালককে লক্ষ্য করে সৈয়দ সিকান্দর আলী সাহেবকে বলেছিলেন 'Never mind. He will be a genius'[৭] বালক মুজতবার এই কৌতূহল-উদ্দীপনার স্মরণীয় প্রকাশ ঘটে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর শ্রীহট্ট আগমন-কে কেন্দ্র করে। ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের 'আকাঙ্ক্ষা' শীর্ষক বক্তৃতা স্কুল-ছাত্র মুজতবাকে বাস্তব জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে। তিনি গোপনে আগরতলার ঠিকানায় প্রেরিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে এই জিজ্ঞাসা রাখেন যে, "আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি করতে হবে"। যথারীতি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পত্রটির জবাব আসে। পত্রপ্রাপ্তির এই অবিস্মরণীয় ঘটনার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় সৈয়দ মুর্তাজা আলীর ভাষ্যে:

> রবীন্দ্রনাথ সিলেট থেকে আগরতলা গিয়েছিলেন। সিলেট ছাড়ার সপ্তাহখানেক পরে আসমানী রঙের খাম ও আসমানী রঙের চিঠির কাগজে মুজতবার কাছে কবির নিজের হাতের লেখা জবাব এল। দশ-বারো লাইনের এই চিঠির মর্ম ছিল (আকাঙ্ক্ষা উচ্চ উচ্চ হতে হবে এই কথার মোটামুটি অর্থ স্বার্থ যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গল ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার কি করা উচিত তা এত দূর থেকে বলে দেওয়া যায় না। তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে) অপ্রত্যাশিত এই চিঠি আমাদের পরিবারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তখন থেকে মুজতবা আলীর আগ্রহ হয় শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়াশুনা করবার।[৮]

অবশ্য ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সিলেট আগমন এবং ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার—এই দুই কার্যকারণহীন ঘটনার পরিণামই কৈশোর-উত্তীর্ণ মুজতবার শান্তিনিকেতন-যাত্রাকে অনিবার্য ক'রে তোলে। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবন শুরু হয় সুনামগঞ্জ শহরের একটি বিদ্যালয়ে; অতঃপর ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৌলবীবাজার সরকারী হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার পদে বদলী হয়ে সিলেটে আসেন। এবং ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মুজতবা আলী সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ-সময়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন সয়ফ্-উল আলম খান, আহমদ আলী, সৈয়দ মকসুদ, মোহাম্মদ মুনাওর প্রমুখ। ঐ-স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠকালীন সময়ে উর্দু ভাষী ছাত্র আবু সয়ীদ আইয়ুব[৯] ছিলেন তাঁর সহপাঠী। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে যখন সিলেট আসেন, মুজতবা তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'আকাঙক্ষা' শীর্ষক বক্তৃতা কিশোর মুজতবাকে জিজ্ঞাসামুখর ক'রে তোলে এবং রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের কিংবদন্তী তাঁর চিত্তে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের সুপ্ততরঙ্গফেনিল অসহযোগ আন্দোলনের কালে নবম শ্রেণীর ছাত্র মুজতবা ছিলেন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ঐ-সময় কিছু ছাত্র সরস্বতী পূজা উপলক্ষে স্কুলের হিন্দু বোর্ডিং-এর পার্শ্ববর্তী ডেপুটি কমিশনারের বাংলো থেকে ফুল চুরি করে। এই অপরাধে ডেপুটি কমিশনার জে. এ. ডসন-এর হুকুমে তার চাপরাশী দোষী ছাত্রদের বেত্রাঘাত করে। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা আহবান করে ধর্মঘট। এ-অবস্থায় কর্তৃপক্ষ সরকারী চাকুরী-জীবীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করলেন যাতে তাদের ছেলেরা ধর্মঘট অমান্য ক'রে স্কুলে যোগদান করে। স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার সৈয়দ সিকান্দর আলী সাহেবকে ডেকে নিয়ে ডেপুটি কমিশনার অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আলী সাহেব পুত্রকে স্কুলে যোগদান করতে বললেন, কিন্তু মুজতবা কোনমতেই বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। সহপাঠী সয়ফ্-উল আলম খান উত্তরকালে সেই স্মৃতি তর্পণ ক'রে লিখেছেন: "মাস-খানেকের মধ্যে সবাই স্কুলে এলেন ফিরে, কেবল সৈয়দ মুজতবা আলী ফিরেননি।"[১০]

অতঃপর সিলেটের তপ্ত রাজনৈতিক-পরিবেশ থেকে মুজতবাকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পিতার ইচ্ছায় তিনি প্রেরিত হন ঢাকা-দক্ষিণের কাজী সাহেব মৌলভী আজাদ্‌উদ্দীন চৌধুরীর কাছে। কাজী সাহেবের মোজা বোনার হাতকলে মোজা বুনে প্রতিদিন দেড় টাকা থেকে দু'টাকা উপার্জনের সংস্থান ছিল। "মুজতবা ভাদেশ্বরে থাকতেন ও প্রত্যহ সাইকেলে চড়ে তিন মাইল দূরবর্তী ঢাকা দক্ষিণে গিয়ে মোজা বুনতেন। এ কাজে তার মন বসল না। দু'তিন মাস পরে তিনি লেখা-পড়া করার জন্য শান্তিনিকেতন যাবার বায়না ধরলেন।"[১১]

পিতার অবাধ প্রশ্রয়, দুই অগ্রজের সার্বিক সম্মতি ও অনুপ্রেরণা এবং সতীর্থদের শুভেচ্ছাকে সম্বল করে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুলাই সৈয়দ মুজতবা আলী সিলেট থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্‌কালে সহপাঠী সয়ফ্‌-উল আলম খান-এর একখানা খাতায় তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'I sigh for Albion's distant shore' (Poems 8:1) কবিতার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ লিখে যান:

দূরে শ্বেতদ্বীপ তরে পড়ে মোর
আকুল নিঃশ্বাস
যেথা শ্যামা উপত্যকা, উঠে গিরি
ভেদিয়া আকাশ,
নাহি সেথা আত্মজন, তবু লঙ্ঘি
অপার জলধি,
সাধ যায় লভিবারে যশ, কিংবা
অ-নামা সমাধি।[১২]

বাস্তবিকই মধুসূদন-চরিত্রের সঙ্গে মুজতবার ছিল আত্মিক সাদৃশ্য; সমুদ্র-পর্বতমালা লঙ্ঘন ক'রে মধুসূদন যে যশ কিংবা অজানা সমাধির রোম্যান্টিক প্রত্যাশায় নিজের সীমাবদ্ধ জগৎকে অতিক্রম করেছিলেন, ঐ একই আকাঙ্ক্ষা মুজতবাকেও গৃহছাড়া করল। অনেকটা মধুসূদনের মতই তিনি দিগ্বিজয় করলেন, অর্জন করলেন যশ-খ্যাতির শীর্ষচূড়া এবং অবশেষে অসংখ্য বাঙালীর চিত্ত-আধারে নির্মিত হল তাঁর অক্ষয়-স্মৃতির-সমাধি।

মুজতবা আলী ১৯২১ থেকে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ সময়কালে বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করেন।[১৩] অভিন্ন সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত সহ মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ১৯২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আলীগড়ের পরিবেশ মুজতবার পছন্দ হয়নি। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে মুজতবার শিক্ষক এবং কাবুলের তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা অধ্যাপক বেনোয়া ও অধ্যাপক বগদানভ-এর সুপারিশক্রমে তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগে চাকুরী লাভ করেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্থানের রাষ্ট্রবিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের কালে সৈয়দ মুজতবা আলী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ-সময়ে, সরকারী অধিভুক্তি না-থাকার কারণে বিশ্বভারতীর ডিগ্রিধারীরা সরকারী চাকুরী লাভ করতে পারতেন না। তখন বিদেশেও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি। শুধুমাত্র "ব্রিটিশের হাতে পরাজিত জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী ও দিল্লীর জামিয়মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দিতেন।"[১৪] সেই সুবাদে মুজতবা ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই থেকে জাহাজে ক'রে জার্মানীর উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং জার্মানীতে পৌঁছে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। "মুজতবা আলী যখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তখন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন, অর্থনীতিবিদ সমবার্ট ও লভার্ট প্রভৃতি দিকপালগণ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন।"[১৫] অতঃপর মুজতবা আলী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে রাইনল্যাণ্ডের বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর সি. ক্লীমেন-এর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত "The Origin of the Khozhas and their religious life to-day" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সে-বছরেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর যাযাবর চারিত্রধর্মকে পরিবর্তিত করতে পারেননি; সে-প্রয়াসও তাঁর মধ্যে ছিল না। পথিক-আত্মা মুজতবার পরবর্তী-জীবনপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করলে সে-সত্য স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৌলবীবাজারে এসে পিতা-মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পূর্বে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে যোগদানের প্রত্যাশায় ঢাকা আসেন; কিন্তু তাঁর সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে মুজতবা আলী অধ্যয়নের

উদ্দেশ্যে কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে কায়রো থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা সয়াজী রাও-এর আগ্রহে তিনি বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক পদে নিযুক্তি লাভ করেন। দীর্ঘ আট বছরকাল বরোদায় অবস্থানের পর ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত সয়াজী রাও-এর পৌত্র মহারাজা প্রতাপ রাও-এর সঙ্গে মতপার্থক্যহেতু তিনি চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। এবং ঐ-বছরেই তিনি পুনরায় বেড়ানোর জন্য জার্মানী যান (১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে আনন্দ-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মুজতবা আলী জার্মানী গিয়েছিলেন)। জার্মানী থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাঁর বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে কলকাতার ৫নং পার্ল রোডের বাড়ীতে বসবাস করতে শুরু করেন। এরপর তিনি যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গী হয়ে দাক্ষিণাত্যে যান। বন্ধু আরোগ্য লাভ ক'রে কলকাতায় ফিরে এলেও মুজতবা দক্ষিণ ভারতেই থেকে গেলেন। ঐ-সময় দীর্ঘ এক বছর তিনি ছিলেন বাঙ্গালোরবাসী। বাঙ্গালোরে বসবাসকালীন সময়েই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'দেশে বিদেশে' লেখা শুরু করেন। 'দেশ' পত্রিকার ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ সংখ্যা থেকে 'দেশে বিদেশে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে সৈয়দ মুজতবা আলী সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ বহুভাষাবিদ ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় যোগদান করার পূর্বে কলেজের অধ্যক্ষ-এর পদ পূরণের জন্য বহুভাষাবিদ ডক্‌টর সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম প্রস্তাব করেন। অন্য-দিকে বিশ্বভারতীতে মুজতবার সতীর্থ (১৯২১-২৬) এবং তৎকালীন ডি. পি. আই. অপূর্বকুমার চন্দ তাঁকে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অবশেষে মুজতবা আলী ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। কিন্তু বগুড়ায় বেশীদিন তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব হয়নি, কলেজ-ছাত্রদের রাজনৈতিক বাদানুবাদের সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে জড়িয়ে ফেললে তিনি অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ ক'রে কলিকাতায় ফিরে যান[১৬] এবং এর কিছুকাল পর সদ্যপ্রসূত দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথার প্রচলন হ'লে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করার পর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ মুজতবা আলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এ-সময় দিল্লীস্থ 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশন্‌স্' এর সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর আহ্বান ও অনুরোধে তিনি ঐ-প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মুজতবা আলী দিল্লীতে ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে তিনি ঢাকায় রাবেয়া আলীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

যাযাবর-মুজতবা ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশন্‌স্'-এর সেক্রেটারী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র দিল্লী-অফিসে যোগদান করেন। এর মধ্যে একবার তিনি 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলিকাতা-অফিসে বদলী হন এবং ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে পদোন্নতি লাভ করে কটকে 'স্টেশন ডিরেক্‌টর'-পদে যোগদান করেন। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে পাটনায় বদলী করা হয়। অতঃপর ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ মুজতবা আলী 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র চাকুরী ছেড়ে বিশ্বভারতীতে জার্মান ভাষার অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন। ঐ-বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধ 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। পরবর্তীকালে তিনি বিশ্বভারতীতে ইসলামী সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। দীর্ঘদিন ঐ-পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ ক'রে বোলপুরে দীর্ঘদিন অবসর-জীবন কাটান। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে মুজতবা আলী কলিকাতায় চলে আসেন। এবং ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনরায় শেষবারের মত জার্মানী ভ্রমণে যান। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি পরিবার-বিরহিত হয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবন-যাপন করেন; তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়—সৈয়দ মশাররফ আলী ও সৈয়দ জগলুল আলী তখন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পর মুজতবা আলী ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী ঢাকায় আগমন করেন।[১৭] অতঃপর ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯ শে অক্টোবর তিনি কলিকাতা যান এবং সেখানে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। কিছুটা আরোগ্য লাভ করার পর ঐ-বছরের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি ঢাকায়

প্রত্যাবর্তন করেন। বস্তুত দীর্ঘজীবনযাত্রার পর এটাই পথিক-মুজতবার কুলায় ফিরে আসা। কৈশোরে দূরবর্তী শ্বেতদ্বীপ আর শ্যামল উপত্যকা লঙ্ঘনের এবং যশ ও অনামা সমাধির আকাঙ্ক্ষায় যিনি স্বভূমি ত্যাগ করেছিলেন, দীর্ঘ বায়ান্ন বছর পর শেষবারের মত তিনি ফিরে এলেন স্ত্রী-পুত্রের গার্হস্থ্য পরিবেশে, নিজ বাসভূমে। কিন্তু তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না—১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে ঢাকার আই. পি. জি. এম. আর. হাসপাতালের ১২৮ নং কেবিনে সৈয়দ মুজতবা আলী মৃত্যুবরণ করেন।

দুই : পত্রপ্রসঙ্গ

বর্তমান নিবন্ধে সঙ্কলিত সৈয়দ মুজতবা আলীর পত্রগুচ্ছের সবকটি পত্রই জনাব সয়ফ্-উল আলম খান-এর (জ. ১৯০১) উদ্দেশে লিখিত। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সৈয়দ মুজতবা আলী সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সিলেটে স্কুল-জীবনের সহপাঠীদের মধ্যে সয়ফ্-উল আলম খান ও আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য অটুট ছিল মৃত্যুকাল পর্যন্ত। বিশেষত সয়ফ্-উল আলম খান-এর সঙ্গে তাঁর চলেছিল নিয়মিত পত্রালাপ। সুদীর্ঘ ছাপান্ন বছর উভয়ে পরস্পরের কাছে সহস্রাধিক[১৮] পত্র প্রেরণ করেছেন। বস্তুত দুই বন্ধুর এই পত্রালাপ স্থাপন করেছে অনু-করণযোগ্য বন্ধুত্বের অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। আমাকে প্রদত্ত এক লিখিত বিবৃতিতে জনাব সয়ফ্-উল আলম খান এ-প্রসঙ্গে বলেছেন---"সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯১৮ ইংরেজীর জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে। সে মৌলবীবাজার সরকারী উচ্চ-বিদ্যালয়ের পঞ্চম মানের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়। এবং তাঁর বাবা সিলেট বদলী হওয়ায় সপরিবারে সিলেট চলে আসেন, আমি তখন সিলেট সরকারী স্কুলের ষষ্ঠমানের সেরা ছাত্র। একসঙ্গে সিলেট সরকারী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমাদের দুজনের মধ্যে প্রগাঢ়তম বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং সে-বন্ধুত্ব তাঁর জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বজায় থাকে।"

সঙ্কলিত বত্রিশটি পত্রের প্রথমটি ১৩৯০ বঙ্গাব্দে সিলেট-এর একটি অনিয়মিত সাহিত্য সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়। 'অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ' শিরোনামা সত্ত্বেও আমরা এটি সঙ্কলিত করেছি জনাব সয়ফ্-উল আলম খানের অনুরোধে। এক পত্রে তিনি জানিয়েছেন যে মুজতবা লিখিত ঐ-চিঠিই সর্ব প্রথম তাঁর হস্তগত হয়। বাকী একত্রিশটি চিঠির মধ্যে সাতাশটি সংগ্রহ করেছিলেন শ্রীসুনির্মলকুমার দেব মীন। তাঁর সংগৃহীত পত্রসমূহ অবশেষে বর্তমান সঙ্কলকের হাতে আসে। অন্য চারটি পত্র জনাব সয়ফ্-উল আলম খান সঙ্কলনের জন্য আমার হাতে সমর্পণ করেন এবং বত্রিশটি পত্রের সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি প্রত্যক্ষ ক'রে মুদ্রণের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমার কাছে পাঠানো এক পত্রে (১৪ই অক্টোবর ১৯৮৫) তিনি লিখেছেন: "সৈয়দ মুজতবা আলী আমার প্রিয়তম বন্ধু। ...তিনি আমার নিকট দীর্ঘ ৬৫ বৎসর মধ্যে এক হাজারের উর্ধ্বে চিঠি লিখেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলি নষ্ট হয়েছে, অনেকগুলি খোয়া গিয়েছে ও কিছুটা এখনও আমার হাতে আছে। সাহিত্যিকের চিত্তে সকলের সমান অধিকার। সাহিত্যিকের মানসের গূঢ়তম অংশে পৌঁছার অধিকার, সেই অর্থে সকলেরই আছে। চিঠিগুলি আমার নিজস্ব হয়ে, এখন আর নিজস্ব নয়। তাঁর সমূহ সাহিত্য-অনুরাগীর তুল্যাংশে উহাতে অধিকার আছে। আমি যে আনন্দ যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি এখন সকলেই সেই আনন্দ ও সেই অনুপ্রেরণা পাওয়ার অধিকারী। সেজন্যই ঐ চিঠিগুলি প্রকাশের অনুমতি আপনাকে সানন্দে দিচ্ছি...।"

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুলাই সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে সিলেট ত্যাগ করেন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছার সংবাদ থেকে শুরু ক'রে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে মুজতবা আলীর প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ বায়ান্ন বছর কাল-পরিসর বর্তমান নিবন্ধে সঙ্কলিত পত্রগুচ্ছের পটভূমি। এর মধ্যে প্রথম পঁচিশটি পত্র শান্তিনিকেতনে ছাত্র-থাকাকালীন সময়ে লেখা। ঐ পত্রসমূহে বিধৃত হয়ে আছে শান্তিনিকেতনের সমকালীন পরিবেশ, এর শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি। লক্ষ্য করার বিষয় যে-আবেগ অনুপ্রাণিত করেছিল মুজতবা আলীকে শান্তিনিকেতন-যাত্রায় তাঁর সে-আবেগ শান্তিনিকেতনের

সামগ্রিক পরিবেশে থাকেনি অবিকৃত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্পর্কে মুজতবা আলী প্রশংসামুখর [দ্র. পত্রসংখ্যা : ছয়, পনেরো]; কিন্তু উত্তরজীবনের অদ্বিতীয় 'গুরুদেব' এ-পর্যায়ের পত্রগুচ্ছে 'রবিবাবু' নামে উল্লেখিত হয়েছেন।

প্রথম পত্রটি নিঃসন্দেহে কৌতুকসঞ্চারী এবং কৌতুকপ্রিয়তা যে মুজতবা-চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সঙ্কলিত পত্রগুচ্ছে তার স্বাক্ষর বর্তমান। কিন্তু কৌতুকপ্রিয়তা বা রঙ্গরসই মুজতবা আলীর একমাত্র চরিত্রনির্দেশক বৈশিষ্ট্য নয়; আবাল্যসঙ্গী ওমর খইয়ামের 'রুবাইয়াৎ'-এর মত (দ্র. পত্রসংখ্যা: এক) কিম্বা রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র স্বরভঙ্গীই মুজতবা-চরিত্র ও তাঁর সমগ্র-সাহিত্যের সবিশেষ লক্ষযোগ্য মুখ্য গুণ। তিনি লঘু ও চটুল ভঙ্গিতে জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করতে অধিকতর আগ্রহী। তিনি তাঁর নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গবাণ থেকে নিজেকেও নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখেন না। 'পাদটীকা' গল্পের পণ্ডিত মশাই যেমন 'আত্ম-অবমাননার' 'নির্মম পরিহাস' নিজের সর্বাঙ্গে মেখে স্ব-পেশাজীবী সম্প্রদায়ের করুণ অবস্থা ও অবস্থানকে মূর্তিমান ক'রে তোলেন, মুজতবা আলীও তেমনি আত্ম-পরিহাসের এবং কৌতুক-ব্যঙ্গের অন্তরালে নিজের যন্ত্রণা ও বেদনাকে আড়াল করতে চান। [দ্র. পত্রসংখ্যা: দুই, কুড়ি]।[১৭] মুজতবা-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য আলোচ্য-পর্যায়ের পত্রগুচ্ছে উদ্ভাসিত হওয়ার আভাস পাই।

ছাব্বিশ সংখ্যক পত্রটি রাজশাহীর ঘোড়ামারা থেকে লিখিত; ঐ সময়ে তাঁর স্ত্রী মিসেস রাবেয়া আলী কর্মসূত্রে ঘোড়ামারায় অবস্থান করছিলেন। সাতাশ সংখ্যক পত্রে স্থান-কালের উল্লেখ নেই; সম্ভবত ভবঘুরে মুজতবা আলীর চাকুরীহীন অবস্থায় চিঠিটি লিখিত। আটাশ সংখ্যক পত্র তাসকানিয়া থেকে (১৯৩৪), ঊনত্রিশ সংখ্যক পত্র বরোদা থেকে (১৯৩৮) এবং ত্রিশ সংখ্যক পত্র শান্তিনিকেতন থেকে (১৯৬৩) প্রেরিত। এবং একত্রিশ এবং বত্রিশ সংখ্যক পত্র দুটি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন-উত্তরকালে ঢাকা ধানমণ্ডির স্বগৃহ (প্রান্তিক, ১৩৯এফ, ধান-মণ্ডী, সড়ক সংখ্যা: ১) থেকে লেখা। শেষোক্ত পত্রে সত্তর-উর্ধ্ব মুজতবা আলী সমকালীন বিশ্ব-অর্থনীতি, মুদ্রা-বাজারের সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতি এবং দেশীয় আমলাতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে তীর্যক মন্তব্য করেছেন।

প্রসঙ্গ : ভাষা

সৈয়দ মুজতবা আলীকে পত্রালাপী, বাক্-শিল্পী, 'কথা-রসিক'[২০] ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি রম্য-সাহিত্য-রচয়িতা রূপেই অভিহিত। তবে তাঁর "গদ্য ভাষার দীপ্তি ও শব্দ-সচেতনতা'[২১] সমালোচক-প্রশংসিত। বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ বাক্-ভঙ্গীর প্রবক্তা-রূপে তিনি নিঃসন্দেহ শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরাধ্য, কিন্তু হস্তাক্ষর ব্যতীত রবীন্দ্রানুকরণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বাংলা ভাষা চর্চার রবীন্দ্রযুগে অবস্থান এবং রবীন্দ্রসান্নিধ্য লাভ করেও গদ্য রচনায় মুজতবা আলী আশ্চর্যজনকভাবে রবীন্দ্র-গদ্য-প্রভাব মুক্ত। প্রধানত ওমর খৈয়াম -এর স্বরভঙ্গী এবং রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের বাচনিক বৈশিষ্ট্য মুজতবা আলীর গদ্যে প্রতিফলিত। তাঁর গদ্যভাষা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর বক্তব্য অনুধাবনীয় :

> তাঁর রচনার স্টাইলকে অনায়াসে বৈঠকী চাল বলা যেতে পারে। ...অবনীন্দ্রনাথের পথে বিপথে এই চালে রচিত; সে যেন লেখকের হয়ে কলম কথা বলে চলেছে। তবে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুজতবা আলীর রচনার পার্থক্য এই যে তাঁর ভাষায় দেশী-বিদেশী, বিশেষ উর্দু-ফারসির অনায়াস ও অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, কোথাও এতটুকু ফাটল নেই। কাজী নজরুল ইসলাম যা করেছেন পদ্যে, সৈয়দ মুজতবা আলী তাই করেছেন গদ্যে। বৈঠকী রীতির এই বিশেষ স্টাইল বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রধান দান।[২২]

সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যভাষা সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্যসমূহ স্মরণ রেখে উপস্থাপিত পত্রসমূহ পাঠ করলে, তাঁর ভাষাচর্চার প্রাথমিক পর্বেই (পত্র : এক থেকে পঁচিশ) ঐ বৈশিষ্ট্যসমূহ যে অঙ্কুরিত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে। ব্রিটিশশাসিত পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট জেলার এক কিশোর কিভাবে পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্য-ক্রিয়াপদকে অতিসহজে আত্মস্থ ক'রে নিয়ে শ্রীহট্টের আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে তার সংশ্লেষ সাধন করেছেন পত্রগুচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

তবে, মুজতবা আলীর গদ্য ভাষার বহুল-নির্দেশিত ত্রুটি 'গুরু-চণ্ডালী দোষ' তাঁর এ-সব কৈশোরক পত্রেও লক্ষযোগ্য। মুজতবা আলী শান্তি-নিকেতনের শিক্ষাজীবনের অভিন্নসময়ে অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং উত্তরকালে বিরল-বিশেষণ 'বহুভাষাবিদ' অভিধা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কৈশোরে লিখিত এই পত্রগুচ্ছ থেকে শুরু ক'রে তাঁর অন্তিম পর্বের সাহিত্যে আমরা দুই ভাষারীতির অনবরত মিশ্রণ লক্ষ্য করি। বলা আবশ্যক এই মিশ্রণ সতর্কতা-প্রসূত, ইচ্ছাকৃত এবং এটি মুজতবা আলীর ভাষাবোধ ও ভাষা-আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ-প্রসঙ্গে তাঁর কৈফিয়ৎ :

> গুরুচণ্ডালী নিয়ে আলোচনা একাধিক স্থলে দেখেছি।... চলতি ভাষা চালু হওয়ার পর, পরলোক গমনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লেখেন গুরুচণ্ডালী এখন আর অপরাধ নয় ('বাংলা অলঙ্কারের পিনাল-কোড থেকে গুরুচণ্ডালী সরিয়ে দেয়া হল'—ধরনের অভিব্যক্তি)। অধীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আদেশ বাল্যাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে ; যদ্যপি সে সদাই 'লড়াই শুরু হল' এবং 'যুদ্ধ আরম্ভ হল' তথা 'মোকদ্দমা শুরু হল' এবং 'তর্কাতর্কি আরম্ভ হল' এ দু'য়ে পার্থক্য মেনে চলেছে।[২৩]

উপসংহার

সৈয়দ মুজতবা আলী রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক; ব্যক্তি, শিক্ষক ও কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একনিষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু সাহিত্য নির্মাণক্ষেত্রে তিনি সর্বাংশে রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত। বৈঠকী রীতির সাহিত্যে তিনি বিদ্রূপ ও কৌতুকের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছেন বৈদগ্ধ্যের। তাঁর রচনা শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প কিম্বা সুকুমার রায়ের ছড়ার মত নির্মল হাস্যরসাত্মক নয়; তাঁর বেদনামিশ্রিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ-বাণ জ্ঞানী-পাঠকের বোধিবৃক্ষকে ভেদ ক'রে সচকিত ক'রে তোলে। বাংলা-সাহিত্যে একমাত্র রাজশেখর বসুর তিনি উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, যদিও ঐ-উত্তরাধিকার রাজশেখর বসুর রাজ্যসীমাকে উন্নীত করেছে বৃহৎ সাম্রাজ্যে। রাজশেখর বসুর শাণিত পরিহাস ও পাণ্ডিত্য সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায় বিস্তৃত ও শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় হৃদয়স্পর্শী ; তাঁর রচনায়

সংশ্লেষ ঘটেছে একাধারে বেদনা ও সুখ, কমিক ও ট্র্যাজিক, হাসি ও কান্না, পরিহাস ও অভিমান, অজ্ঞানতা ও বৈদগ্ধ্য। তিনি একদিকে নির্মম বৈহাসিক, অন্যদিকে প্রচ্ছন্ন বেদনার সংবেদনশীল কথক। অনন্যসাধারণ প্রতিভানশক্তির ঐশ্বর্যে সৈয়দ মুজতবা আলী পরস্পর-বিরোধী ঐ-মানসপ্রবণতাসমূহ এক চৈতন্যে ধারণ করতে পেরেছিলেন। মুজতবা-মানসের এই বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবনের জন্য আবশ্যক মুজতবা-জীবন অনুধ্যান। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভবিষ্যৎ জীবনীকার ও ও অনাগত সাহিত্যগবেষক মুজতবা-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যসমূহের উৎস ও স্বরূপ এবং সাহিত্যে তার রূপাভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করবেন এই প্রত্যাশা নিয়েই মুজতবা-জীবন-কথার কিছু উপকরণ বর্তমান নিবন্ধে প্রয়োজনীয় টীকা-ভাষ্যসমেত উপস্থাপিত হল।

পত্র : এক

ই. আর. লোপ লাইন
পোঃ শান্তিনিকেতন
১৯শে আগস্ট ১৯২১ ইং

প্রিয়তম বন্ধু,[১]

তোমারা নিকট পর পর দুইখানা চিঠি লিখিয়াছি-----কিন্তু এ যাবত কোন উত্তর পাই নাই। গতকল্য একখানা চিঠি পাইয়া যে কতদূর খুশী হইয়াছি তাহা কি বলিব।

এইখানে দুইবার চিঠি বিলি হয়----সকালে ৭টায় একবার ও ১১টায় যখন খাইতে বসি তখন আর একবার। তোমার চিঠি প্রায় তখনই পাইয়াছিলাম। আমার পূর্ব লিখিত চিঠি দুইখানার প্রাপ্তি সংবাদ জানাইতে দেরী করিও না।[২]

অদ্য সকালে ফটো হস্তগত হইয়াছে---তুমি যে কৌশলে পাঠাইয়াছ তাহার ধন্যবাদ না করিয়া থাকা যায় না। তোমার ফটো ত বেশ আসিয়াছে। আমার ঠোঁট যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে। তুমি কিরূপ?

যদি আর এক কপি স্পেয়ার করিতে পারো তবে অনুগ্রহ করিয়া মাইজম ভাই সাহেবকে[৩] দিয়া দিও। অবশ্য তুমি তাহাকে বলিবে না যে আমি তোমাকে দিবার জন্য বলিয়াছিলাম।

কুলাউড়া হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যে কি ঝামেলা করিয়া আসিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। কুষ্টিয়া ষ্টেশনের (নদীয়া জেলার) ধারে আসিয়া ষ্টেশনের প্রায় তিন মাইল আগে থাকিতে আমি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়াছিলাম। কি বাড়াইব, অমনি ৮/= টিকিট বাস্কেটের চাবিশুদ্ধ মানিব্যাগ ও ছোট রুবাইয়াৎ[৪] খানা পড়িয়া গেলো। আমি ত হতভম্ব খাইয়া গেলাম। শিকলেও টান দেওয়া যায় না——যেহেতু যে জিনিষ হারাইয়াছে তাহা ৫০/= অপেক্ষা কম মূল্যের। গাড়ী আসিয়া কুষ্টিয়াতে থামিল—আমি জিনিষপত্র লইয়া নামিয়া গেলাম। মাল ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রাখিয়া আমি টাকা কুড়াইবার জন্য গেলাম। কিন্তু পাইলাম না। অবশেষে কুষ্টিয়া শহরের একজন ধনী মুসলমান ভদ্রলোকের কাছ হইতে ৩০/= কর্জ্জ করিয়া (তিনি যে বিনা পরিচয়ে কেন টাকা দিলেন বুঝিতে পারিলাম না) কলিকাতায় আসিলাম। সেখানে বহু কষ্ট করিয়া মুমিত মিয়ার হোটেল খুঁজিয়া বাহির করলাম তারপরে আর বিশেষ কষ্ট হয় নাই। বিস্তৃত বর্ণনা সাক্ষাৎ হইলে পরে বলিব। পূজার ছুটি অক্‌টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। তুমি যে আমাকে কত করিয়া বলিয়াছ আমার মত বন্ধু হয় না—-তাহা কেবল একতরফা নহে আমিও যে কি রকম মনে করি তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

তোমাদের ছাড়িয়া যে কী কষ্টে আছি তাহা বলিতে অক্ষম।

আজ কেবল সেই বিরহাতুরা প্রণয়িনীয় কথা বার বার মনে হইতেছে, "হায়, যে বুকের আলিঙ্গন পথের কন্টকস্বরূপ মনে করিতাম আজ সেই দুই বুকের মধ্যে কত পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, ঘরবাড়ী——তাহা কে ভাবিত ?"

অবশ্য এ সমস্ত কথা তোমার মত শত্রুকে বলিতেছি না। তোমার কাছ হইতে এখানে আসিয়া যেন আমি স্বর্গে আসিয়াছি। তোমার জন্য দুঃখ করিব---হুঁ——আমাকে সেরকম পাত্র বুঝি পাইয়াছ।

তুমি সৈয়দ নইব আলী (নয়া সড়ক) সাহেবের নিকট হইতে 'ঠহরো' মনোহরের কাছ থেকে "আগমনী" ও "পয়লানম্বর" নিয়া বাসায় দিও। ক্ষিরোদ বাবুকেও বলিবে যে তাড়াতাড়ির দরুণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি নাই। তজ্জন্য যেন ক্ষমা করেন। আমার বহু বহু সালাম জানাইবে।

আমার রুমমেইট অনেক। দুইজন মহিশূরের, তাঁহাদের সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে হয়—বাঙলা জানে না। ইহার মধ্যে একজন আমার ইংরাজীর প্রফেসার। একজন ত্রিবাঙকুরী---তাহার সহিতও ইংরাজী কথা বলিতে হয়। দুইজন সিংহলী ভিক্ষু। তাঁহাদের একজনের সঙ্গে বাঙলা বলা যায়—অন্যজনের সহিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলা বলা যায়। একজন ঢাকার সে লোকটা গর্বিত, তাহার সহিত খাপ খায় না। একজন সিংহলী----তাহাকে একটু সম্মানের চোখে দেখি। তিনিও মিশুক নন, একজন আর্টিস্টও ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ। তিনি খুব কম কথা বলেন। আর একজন ইতালীয়---তিনি M. A ও ইতিহাসের অধ্যাপক। গল্পটল্প যা তাঁর সঙ্গেই হয়। তবে প্রফেসার কিনা---খুব বেশী মিশা যায় না। কাজেই তুমি বুঝিতে পার বন্ধু পাওয়া (যদিও আমি চাই না) কত শক্ত। যাক সে কথা---তবে গল্পগুজব করিবার মত লোক এখানে খুব কম।

চাপায় পড়ি আমিও কম কথা বলি। কেবল ওমর খাইয়াম না থাকায় কষ্ট হইতেছে। একখান ত হারাইয়া গিয়াছে আর একখানা কি পাবে? আর একজনের কাছে মিলিবে।

তুমি আমার নিকট চিঠি লিখিও, আমি, ঘন ঘন চিঠি অবশ্য লিখব ---কিন্তু তোমার মত কুঁড়ের হার্দরা যে ৩১শে তারিখে চিঠি লিখিয়া ৩ তারিখে পোষ্ট করেন সে গর্দ্দভ যে কতদূর Regular হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

বিশেষ কি লিখিব—আমি এরকম ভালো আছি। তোমার মঙ্গল সংবাদ জানাইতে ভুল করিও না।

একান্ত তোমারই
সিতু[৫]

To Mrs R. Ali, Inspectress of Schools, [illegible],
P.O. Ghoramara, Rajshahi, 22.12.66

প্রিয় [illegible],

আশা করি তুমি আমার শুভকার্ড পেয়েছ। আমি এখানে ৮/১/৬৭ তক আছি। তারপর extension পেলে আরো কিছুদিন; কিন্তু rest in the womb of the Almighty.

অনেকদিন আগে বাবাজী দামাদের সাথে দেখা! আমি প্রথমটায় চিনতেই পারিনি। (দেখা হয়েছিল মাত্র একবার, এবং সেবারও আলাপচারী হয়েছিল শুধু তোমার মেয়ের সঙ্গে।) চিনতে পেরে শুধু পিঠ চাপড়ে দিয়ে না — তোমার সোনারতী লেখার চেষ্টাতে ত্রুটি (শামসুর সাহেবের ভাষায়) করিনি। বাবাজী বললেন, তিনি নাকি চিঠি পেয়েছিলেন এই মর্মে যে আমি এখানে এলে তুমিও আসবে। তাহলে may I expect you in near future?

(আশা করি কুশলে আছ। কবিতা এখানে প্রচুর পাচ্ছি। তুমি এলে তোমার লোকজনের অভাব হবে না।)

[illegible signature]

দুই

শান্তিনিকেতন

প্রিয় সইফুল

এই মাত্র তোমার পত্র পাইলাম। আজ আমাদের পূর্ণিমা উপলক্ষে ছুটী। তাই চিঠি পাইয়াই উত্তর লিখিতে বসিলাম।

কলিকাতায় আমি তিনদিন থাকি নাই। দুইদিন। আমার থাকিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ময়না মিয়ার পিড়াপিড়ীতে (sic) থাকিতে হইল। বিশেষ কিছু কলিকাতাতে দেখি নাই। শুধু একবার ইডেনগার্ডেনে গিয়াছিলাম।

তোমার নিকট ১১ তারিখে একখানা চিঠি লিখিয়াছি। আশা করি ইতিমধ্যে সেখানা পাইয়াছ। তাহাতে বেশী লিখিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিছু মনে করিয়ো না। তোমার চিঠি অত্যন্ত ছোট হয়---এ তোমার ভারী অন্যায়। আমার ইচ্ছা ও আদেশ তুমি আমার কাছে বড় চিঠি লিখিবে!

কি লিখি? তুমি ত লিখিলে আনন্দ উপভোগ করার অবসর পাইলে না---আমি কি পাইয়াছি? মনে হইতেছে সেই (sic) একটা মাস যেন ১টা দিনের মত চলিয়া গেল। ভাবিয়া দেখ দেখি কি আনন্দ করবে ইচ্ছা ছিল কিন্তু কি হইল। তুমি হয়ত আমাকে মৌলবীবাজার যাওয়ার জন্য দোষ দিতে পার। আমার অন্যায় হইয়াছে স্বীকার করি। কিন্তু দুর্ব্বলতা মানুষের থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য তার জন্য মানুষকে প্রশংসা করা যাইতে পারে না। আমি গিয়াছিলাম---কেন গিয়াছিলাম সেত আমি এখনোও বুঝিতে পারিতেছি না কেন গিয়াছিলাম। আমার অনুরোধ আমার যাওয়ার জন্য যেন তুমি কিছু মনে না করো।

এখানের জীবন এখনই বড় একঘেয়ে বোধ হইতেছে, পড়াশোনার কোনো সুবিধা হইতেছে না। তিনজন একঘরে থাকি। দুইজনকে এক আলোতে পড়িতে হয়। এর মত অসুবিধা জীবনে আর কখনো অনুভব করি নাই। আগে গর্ব্ব করিতাম আমি যেখানে সেখানে বসিয়া পড়িতে পারি কিন্তু এখন দেখিতেছি মহা ভূল (sic)। এ হেন গোলমালে পড়া অত্যন্ত অসম্ভব। কিন্তু কি করিবে কোনো উপায় নাই। এ সহ্য করিতেই হইবে।

তোমাকে এখন আমার কাছে পাইবার জন্য কি ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু---। তুমি এখানে Christmas এ আসিবার জন্য চেষ্টা করিয়ো। জানি এর জন্য অর্থ দরকার। যদি বাস্তবিকই বিশেষ আর্থিক অসুবিধা দেখো ত আসিয়া দরকার নাই। কিন্তু তুমি আসিলে ভারী চমৎকার হইত।

আমার ত মনে পড়ে না কখনোও তোমার চিঠিকে artificial বলিয়াছিলাম। বলিয়া থাকিলেও শুধু ঠাট্টা করিয়া নিশ্চয়ই বলিয়াছি। তুমি যে সেটা Seriously নিবে এমন ত কখনো ভাবি নাই। আমার একটীমাত্র (sic) অনুরোধ তোমার যা মনে আসিবে তাহাই লিখিও।

সুরেশের[১] মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যে কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা অন্তর্যামীই জানেন। তাহার সহিত ঝগড়া করিয়াছি সন্দেহ নাই কিন্তু সেই চিঠিখানা ফিরাইয়া দেওয়ায় যে আমি কতদূর খুশী হইয়াছিলাম তাহা তুমি বুঝিতেই পার। তাহাকে সেই সময় আমার বড়ই ভালো লাগিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে আমি বড় ব্যাথা (sic) অনুভব করিতেছি।

আশা করি ভালই আছ। তোমাদের খবর মাঝে মাঝে দিও। তোমাদের মোকদ্দমায় কি হইল সে খবরটাও দিও। পরীক্ষার জন্য কেমন প্রস্তুত হইয়াছ। পরীক্ষার তাড়া আমার জীবনে আর কখনো আসবে বলিয়া ভরসা হয় না।

হায় গো যদি পারিতাম হতে যেমন ছিলাম আগে।
আগের মত অনুভূতি যদি আবার মরমে জাগে।
অতীত স্মরিয়া তেমনি করিয়া আঁখিজল যদি ঝরে
সে আবিল ধারা মিঠা হবে মোর জীবন মরুর পরে।

কিন্তু

মধু নিশি পূর্ণিমায় ফিরে আসে বারবার
সেদিন ফিরে না আর যে গেছে চলে।

বিশেষ কি। আমি ভালই আছি। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। তোমার শারীরিক অবস্থা জানাইবে। ইতি ১৯শা কার্ত্তিক ১৩২৮ বাঙলা

—একান্ত তোমারই

সিতু

তিন

মাঝে মাঝে সুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে মনটা কেমন ধারা উদাস হয়ে যায় তখন না যায় রবিবাবুর[১] আওয়াজ কানে না যায় তার রান্না ঘরের মাংসের গন্ধ নাকে আর না যায় মরমে মেয়েদের চুড়ির আওয়াজ। তবে তাড়াতাড়ি সামলে নেই এই যা রক্ষে।...

যার যা সাজে---অন্যের তাতে লাঠি বাজে। জিয়াউদ্দিন[২] আমার নস্য নেওয়ায় বিছনায় পড়ে মাথা ঘোরানোর চোটে কো-কো কোচ্ছে। মাথার একটা তোয়ালে আচ্ছা করে কষে দিয়ে এলুম। ...

কিছু দিন ধরে এখানে রোজ রাত্রে বৈঠক বসে। তাতে এনড্রুস[৩] সাহেবই সভাপতি হন। তাতে ভীষণ তর্কাতর্কি হয়। বিষয়: সিভিলাইজেসন ভালো কিনা? আমরা এই মডার্ন সিভিলাইজেসন গ্রহণ করবো, না পুরানো বৈদিক যুগে অর্থাৎ চরকা ও লাঙ্গলের যুগে চলে যাব। "অহিংসা" এ বিষয়েও দু'তিন রাত্রি হয়েচে। "মদ খাওয়া" এ বিষয়ে একরাত, কিন্তু সকলেই বিপক্ষে বলে জমলো না ইত্যাদি।

রবিবাবু ত উঠে পড়ে লেগেছেন কলকাতায় বিশ্বভারতীর একটা সংঘ করবার জন্য; কোরেছেনও। এখন আর এখানে একটানা থাকবেন না, প্রায়ই কলকাতা যাতায়াত কোরবেন। তাতে আমাদের অসুবিধা হল। কলকাতায় যে তার বিশেষ কোনো লাভ হবে তা ত মনে হয় না। থাক্‌গে এসব কথা; বড় গাছের উঁচু ডালের আম খেতে যাবার চেষ্টা কোরলে খাওয়ার চাইতে হাত-পা ভাঙ্গার সম্ভাবনাই বেশী বলে বোধ হয়।

আপাততঃ থাক। রাত এখন সাড়ে বারোটা। পরে আরো লিখতে চেষ্টা কোরব।

পরদিন সকাল বেলা

এখন জানতে পারলুম রবিবাবু কলকাতা গিয়েছেন---কাজেই তার ক্লাস নেবেন না অতএব ছুটী। তাই তোমাকে লিখতে বসলুম। কাল রাত্রে একটানা বেশ অনেক কথা লিখে ফেলেছিলুম কিন্তু এখন আর

কথা যোগাচ্ছে না যদি নাই যোগায় ত তোমাকে নাই লিখলুম :— কিন্তু সে ত হয় না। অতএব অন্ততঃ এই পাতাটা ভরতে হবে।

প্রেমের একটা কথা কি জান। মেয়েরা মনে করে পুরুষদের বেঁধে রাখবার শক্তি বুঝি তাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশী। সাধারণতঃ অবশ্যি তারা তা পারেও। কিন্তু পুরুষের প্রেম জিনিসটাই ত সব চাইতে বড় নয় কাজেই ভালবাসার আঘাত লাগলে অনেকটা মুষড়ে যায় বটে কিন্তু একেবারে দমে যায় না। মেয়েরা যেন মোটর সাইকেল, তেলের আধার ছিদ্র হয়ে গেলে আর চলতেই পারে না। পুরুষেরা যেন আঠা লাগানো বাইসিক্ল। অটোতে তেল ফুরিয়ে গেলে আগেকার মত চলতে পারে না বটে কিন্তু তবুও খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে যাহোক কোন রকমে মানান-সই গোছের জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

একটা প্রশ্ন আমার মনে হয়। আমরা—অর্থাৎ পুরুষরা যখন মেয়েদের দেখি, তখন তার বুকের রক্ত উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠে। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের বোধ হয় না। অবশ্যি একেবারে হয় না সে আমি বোলছি না তবে বোধ হয় এই উত্তেজনা একটু কম হয়। হয়ত পুরুষ কোন মেয়েকে দেখতে চায় তেমনি সেও পুরুষকে দেখতে যায়; কিন্তু ,

"অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষ মাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা—"

বোধ যে হয় না।

তোমার কি মনে হয়।

এখন আমার পড়বার সময় কিন্তু মনের বুদ্ধিকে কি করে ফাঁকি দিচ্ছি জান। বোলচি "ও হে মন, আমার চিঠি লিখাটা তোমার জার্ম্মান ফারসী অপেক্ষা কিছু মাত্র কম ইম্পর্টেন্ট নয়, অতএব আজকে ফরাসী-জার্ম্মানী না হয় একটু কমই পড়লে—চিঠি লিখ।" মন বেচারা বুঝতে পারচে যে আমি তাকে ফাঁকি দিয়ে ফেলেচি কাজেই মজ্‌বুরান (sic) বলচে "আচ্ছা, বেশ্ বেশ। কিন্তু হাতে পেলেই একবার ছাড়ব না।" এক সঙ্গে দু'তিন ঘণ্টা খাটিয়ে নেবে। সেই ভয়ে এখন আর কলম চলচে না।

শরতের কন্‌কনে রোদ শিশির ভেজা ঘাসে এসে পড়েচে। দূরে গরুর গাড়ীর না কিসের কোঁ-কোঁ আওয়াজ হচ্ছে। গাছের নীচে ক্লাস হচ্ছে। পাখীরা উড়ে যাচ্ছে। শুধুই আমি ফাঁকি দিচ্ছি। সবুজ ঘাস—সে পর্যন্ত রোদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। আমার কর্তব্য-বুদ্ধিও সবল, কিন্তু কুঁড়ে মনটা যেন একেবারে পেয়ে বসেচে কিছুতেই কাজ করতে দেয় না।

তোমার চিঠির অপেক্ষায় আছি। যে কয়মিনিটে উর্ধ্বশ্বাসে তোমার চিঠি পড়ি তখন মনে হয়, ঠিক সিলেটেই দাঁড়িয়ে আছি। খতম হয়ে গেলেই কীট্‌সের পাপিয়া কবিতার শেষ প্যারাটা মনে পড়ে তখন ফের সেই একটানা ঝকর ঝকর গরুর গাড়ীর জোয়ালে ঘাড় পেতে দিতে হয়।

তোমার চিঠিটা ফের পড়া গেল। কোনো প্রশ্ন আছে কিনা দেখবার জন্য----নেই। অতএব এখনকার মত বিদায়। আমি শারীরিক কুশলে আছি; মানসিক ঠিক বলতে পারব না। তোমার ঐ প্রকার খবর দিও।

নিবেদনমিতি বশংবদ
শ্রী সৈয়দ মুজতবা আলী

চার

...এখন রাত্রি কয়টা জানিনা। তবে বারোটার কম নয় সে কথা বলিতে পারি। আজ বাংলা বৎসরের শেষ দিন। প্রার্থনা করি নূতন বৎসর তোমার জন্য নূতন সম্পদ আনিয়া দিবে। আমার জন্য রবিবাবুর নববর্ষই ঠিক খাঁটি।

চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার
সে ত নহে সুখ ওরে সে নহে বিশ্রাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা।...

আমারও তাই। কোথায় দিব্যি আই.এ.; বি. এ.; এম. এ. পাশ করিয়া সুবোধ ছেলের মত বাঙালীর চির অভ্যাসমত চাকরী-টাকরী যাহোক একটা করার, তা'না করে (sic) এসে (sic) পড়লে (sic) সাত

সমুদ্র তের নদীর পারে। অজানা জায়গায়। নন্দী[১] লিখেছে, সে নাটক—আমার অবস্থার হিংসে করে (sic)। আমিও যে তোমাদের একেবারে হিংসা করি না তা নয়।

আশাকরি আগামী ১২ই বৈশাখ নাগাদ শ্রীহট্টে রওয়ানা হইব। এবং ১৪ তারিখ নাগাদ পৌঁছিব। এ শুধু আন্দাজ বলিলাম। কোন দিন রওয়ানা হইব তাহার স্থিরতা নাই।...

একাকী কাটিল যদি কাল
ত বাঁচিয়া সুখ নাই ভাই।

কথাটা একেবারে ডাহা সত্যি। কিন্তু ফাঁসে চড়াইবার ইচ্ছাটাও আমার খুব কম। আমার মত নিষ্কর্মা যদি আর কারো বোঝা নিজের ঘাড়ে নেয়, ত আমার পিঠ ত ভাঙ্গবেই (sic) মাঝ থেকে উপরের প্রাণী গুলা সমস্ত জীবনই কষ্ট পাইবে।

তোমাদের ইস্কুল কবে ছুটি হইবে জানাইয়ো। আশা করি তুমি ছুটিতে শ্রীহট্টেই থাকিবে। কে-জানে বাপু, কখন হঠাৎ কাজ আছে বলে (sic) ছুট দেবে (sic)।

রবিবাবু, এনড্রুজ সাহেব আশ্রমে ফিরিয়াছেন। শীঘ্রই বোধ হয় এনড্রুজ সাহেব আমাদের ইংরেজী বিদ্যার পরখ করিবেন। সেদিন আমি নিশ্চয়ই হাসপাতালে আশ্রয় নিব। সারাজীবনই এসব জিনিষ ভয় করি।...ইতি ৩০ চৈত্র ১৩২৮।

তোমারই
সিতু

পাঁচ

শান্তিনিকেতন
২৩।৮।১৯২১

প্রিয় সয়ফুল,[১]

...তোমাকে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সিলেটের খবর তোমার দেওয়া উচিত। মণীন্দ্র,[২] কিরণ[৩] ইত্যাদি কেমন আছে? ক্লাশের মধ্যে তোমরা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি আমার অভাব নতুন ছাত্রদের দ্বারা পুরাইয়া লইতেছো, না? নীরেন্দ্র,[৪] ধীরেন্দ্র[৫] কি ফিরিয়াছে?...

চশমার কি হইল? সেই ভদ্রলোকটি কি এখনো কিছু বলেন নাই। বাস্তবিকই যদি তোমার পক্ষে চশমা কিনার কোন অসুবিধা হয় ত আমি চাই না যে আমার জন্য তুমি অনর্থক কষ্ট করিবে। যাহাই হউক মণীন্দ্রকে এ সম্বন্ধে একটা খবর দিবে। এখানকার প্রায় ছোক-রাদের চোখেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোল গোল চশমা; ইহা দেখিয়া চশমা চোখে দিবার উৎকট সখ হয়। আর্টিস্ট ছাত্র প্রায় সকলেরই চশমা আছে। কারো কারো বা চোখে একজোড়া সাদা চশমা তার উপর আরেক জোড়া নীল প্যাঁচানো লাগানো। এ একটা অতি up-to-date fashion। যাহাই হউক তোমাকে যেন আমার জন্য কষ্ট পাইতে হয় না।...

গতকল্য আমাদের বিশ্বভারতীতে একটি ভদ্রলোক জাপান হইতে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ও পালি পড়িবার জন্য আসিয়াছেন। ভদ্র-লোকটি বড়ই সরল। আসিয়াই আমাদিগকে জাপানী পাখা ও ছবি উপহার দিয়াছেন। লোকটি খ্রিস্ট-ভিক্ষু। এখনো বাংগালীর স্বভাব ধরিতে পারে নাই।

বর্তমানে জার্ম্মানী, ফরাসী, ইংরেজী ও মধ্যে মধ্যে হিন্দী পড়িতেছি। সঙ্গিহীন অবস্থায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি। কি করিব উপায় নাই। কলেজ বন্ধ হওয়া মাত্রই তোমাদের দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিব। কলেজে আমি সবচাইতে Home-sic বলিয়া বদনাম হইয়াছে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নহে।···

একান্ত তোমারই
সিতু

ছয়

Santiniketan P. O.
(Birbhum)
Dated 23. 9. 1921

প্রিয় সইফুল,

...এখন রাত্রি ৯টা। মনটা অত্যন্ত বিকল হইয়া গিয়াছে কেন জানিনা কিছুতেই মন লাগিতেছে না তাই তোমাকে একখানা চিঠি—

ছোট---লিখিতে মনস্থ করিলাম। তোমার কাছ হইতে বোধ হয় অন্য চিঠি না পাইলে লিখিতাম না, কিন্তু মন সে যুক্তি মানিল না। আগামী-কল্য আমার অনেক কাজ আছে কিন্তু তবুও মন এখন কোন কাজ করিতেই প্রস্তুত নহে। ঘুমাইতেও চাহে না---শুধু কি যেন একটা চায় সে কি যেন কিছু একটা যে কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার অভাবটা বড় নিষ্ঠুর ভাবে অনুভব করিতেছি। ধারের কোঠায় একজন ভদ্রলোক একটা এস্রাজ বাজাইতেছেন---তার করুণ সুর মনটা বড় ব্যাকুল করিয়া দিয়াছে, কিছুতেই যেন শান্তি পাইতেছি না। গানটা বিশেষ ভাল লাগিতেছে না কিন্তু তবুও সে গানটা বন্ধ হইয়া যাক্ এমন ইচ্ছাও করিতেছি না----শুধু এই ভাব, যা চলিতেছে চলুক যেন কান কিছুর বদল না হয়----কেবল আমি যেন পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া পাই :

হায় গো যদি পারিতাম হতে যেমন ছিলেম আগে,
আগের মতন অনুভূতি যদি আবার মরমে জাগে
অতীত স্মরিয়া তেমনি করিয়া আঁখি জল যদি ঝরে
সে আবিল ধারা মিঠা হবে মোর জীবন মরুর পরে।।

তিন চারদিন হইল রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ইংরাজী পদ্য পড়ানো আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন---প্রথম দিন শেলীর Hymn to Intellectual beauty, দ্বিতীয় দিন Ode to west wind, গতকল্য Ode to Autunm ও আগামীকল্য Ode on Melancholy পড়াইবেন। প্রথম দুইটা শেলীর ও দ্বিতীয় দুইটা Keats-এর। তাঁর পদ্য পড়াইবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে----অতি নীরস পদ্যও যেন তাঁর কাছে সরস হইয়া যায়। তাঁর পড়ানোর কায়দা না শুনিলে বুঝানো যায় না। সাক্ষাতে তাঁর পড়ানোর কায়দা সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রইল।[১]

...এখানে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে---দিন ৫/৬ হইল। কিন্তু এর মধ্যে তার সঙ্গে বেজায় অন্তরঙ্গতা হইয়াছে। তাঁর বয়স ২২ বৎসর, কিন্তু দেখিলে আরো বেশী লাগে। স্বদেশী Conspiracy জন্য I. D. F অনুসারে বছর তিন-চার আগে তাহাকে দুই বছর ভাগলপুরে Interned থাকিতে হইয়াছিল আবার বারো দিনের সলিটারী ইম্প্রিজন্‌মেন্টও হইয়াছিল। কাজেই চেহারার অত্যন্ত পরিবর্তন হইয়াছে। লোকটি পৃথিবীর সব খবরই রাখেন ও অত্যন্ত বুক-ওয়ার্ম।

তাহার কৃপায় দিন কয়েক ধরিয়া বেশ চা খাইতেছি---যেহেতু তাঁর (sic) কাছে একটা স্টোভ আছে। অদ্য রাত্রিতে তিনি ভাগলপুর চলিয়া গিয়াছেন----দিন দুই পরে আবার আসিবেন। কিছুদিন পর বোধহয় জার্ম্মানীতে যাইবেন। ভদ্রলোকটি আমাকে অনেকটা ছোট ভাই-এর মত দেখেন। যাক্ এ সব কথা।...

সাত

শান্তিনিকেতন

প্রিয়তম সইফুল,

এখন সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিট। এইমাত্র নামাজ পড়িয়া উঠিলাম। এখনো সম্পূর্ণরূপে সন্ধ্যা হয় নাই কিন্তু হঠাৎ তোমাকে একখানা চিঠি লিখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল কাজেই কোথায় না এখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব তার বদলে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিলাম। গতকল্য একখানা চিঠি লিখিয়াছি। আশা করি সেটা পাইয়াছ।...

তোমার এখানে আসার কি হইল? তুমি যেমন করেই হোক্ এখানে আসিবে। আমি এখনই তোমাকে লইয়া বোলপুরের প্রকাণ্ড মাঠে বেড়াইবার স্বপ্ন দেখিতেছি। যদি কলিকাতা না হইয়া আস ত টাইম-টেব্‌ল অথবা ব্রেডশো দেখিয়া ঠিক করিয়া জানাইবে তোমার গাড়ী কখন বোলপুরে আসিবে। যেরূপেই হোক্ তোমার আসা চাই-ই। এবং যদি আসা ঠিক হইয়া যায় ত আমাকে লিখিবে কেননা তোমাকে চিঠি লিখিতে হইবে (অতিথিশালার অধ্যক্ষের কাছে) যে, আমি শান্তি-নিকেতন দেখিতে আসিতেছি। অবশ্য তুমি অতিথিশালায় থাকিবে না আমার ঘরেই থাকিবে। এসব কথা এখন থাক্---তুমি আমাকে এখানে আসা ঠিক হইয়া গেলে জানাইবে। তবে রওয়ানা হওয়ার এক সপ্তাহ পূর্বে লিখিলেই ভালো। কি চিঠি লিখিতে হইবে তাহার মুসাবিদাও আমি করিয়া দিব। তোমাকে এখন কিছুই ভাবিতে হইবে না। শুধু তোমার এখানে আসাটা ঠিক করিয়া নাও।

শুধু শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিলে তোমার ২৫৲ টাকা হইলেই চলিবে আর যদি কলিকাতা হইয়া আসিতে চাও ত সে খরচ তুমিই

আন্দাজ করিয়া নিবে। গাড়ীভাড়া ৯৷৷০+৯৷৷০=১৯। বাকী ছয়টাকা extra রাখিলে চলিবে। ৭ই পৌষের[১] সময় যদি আসিতে পার ত বেশ হয়। অবশ্য এক সর্ত্তে (sic) তারপর আসিলে ভাল কেননা তখন মেলা-টেলা বড় বেশী থাকিবে কাজেই গোলমালও বেশী। তবে দেখিবার জিনিষ তখনই বেশী পাইবে। নাটক-টাটকও বোধ হয় হইবে। দীক্ষার[২] বন্ধ ঠিকই। প্রায় ৫/৬ পৌষ নাগাদ ছুটি আরম্ভ হইবে এবং ৭/৮ দিন বন্ধ থাকিবে। তার সঙ্গে সঙ্গে জয় (Joy) ট্রিপের জন্য ৮/১০ দিন বন্ধ থাকিবে। আমি তখন কোথাও যাইব না।

তোমার "আসার আশায়" আমি বসিয়া আছি।...

তোমার সব রকম খবর দিও।

বিশেষ কি লিখিব। আমি ভাল আছি। তোমার শরীর আশা করি এখন তোমার পুরানো বন্ধুর আলিঙ্গন হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত। এখানে আমাদের হাসপাতাল আছে---এখানে পুরানো বন্ধুর আলিঙ্গন পাইবার আশাও কম।

একান্ত তোমারই
সিতু

আট

Santiniketan P.O.
(Birbhum)

প্রিয় সইফুল,

মহেন্দ্রর[১] নিকট একটি চিঠি লিখিয়াছি---কিন্তু এযাবৎ কোন উত্তর পাই নাই, সে কি চিঠি পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়ো। ঠিকানায় বোধহয় ভুল হইয়া থাকিতে পারে।

তুমি লিখিয়াছো শান্তিনিকেতনে বুঝি মেয়েরা পড়ে? তাহারা বুঝি খুব মিষ্টি। " " দেওয়া কথাটা বুঝিতে পারি নাই।

হাঁ, অনেক মেয়েরাই (sic) পড়ে বটে। আমার সঙ্গেও দুইটি ভদ্রমহিলা পড়েন। তাহাদের সঙ্গে মোট একদিন কথা হইয়াছে—সে নেহাৎ না পারিয়া। অবশ্য তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র বা উৎকন্ঠিত নই। এতগুলি ছেলের সঙ্গে পরিচয় আছে যে তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেই দিনগুলি চলিয়া যায়।

পূজার ছুটির আর ১৭ দিন বোধ হয় বাকী আছে। বড় বেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাহার কোন উপায় নাই। "সবটা জানেন তিনিই শুধু জয় পরাজয় তারি হাতে।"...

একান্ত তোমারই বন্ধু
শ্রীসিতু

নয়

...এখন রাত সাড়ে নয়টা। বৈতালিক হইয়া গিয়াছে—আলো নিভিবার আধ ঘণ্টা বাকী। কাজেই চিঠি বড় করিব না। আমার একজন রুমমেট আর্টিস্ট। সে খুব ভাল বই বাঁধিতে পারে। আমি তাহাকে বলিলাম, "আমাকে একখানা বই বাঁধিয়া দেও, আমি কাগজ দিতেছি।" সে গম্ভীরভাবে cut জবাব দিল "No, I am sorry।" "ভারী কঠোরভাবেই বুঝিলাম, শান্তিনিকেতন শ্রীহট্ট নয়। আমার কৃত্তিবাসের রামায়ণ দেখিয়াছ?—তার উপরে কাগজ দিয়া বাঁধাই ত মনে আছে?...

বিশেষ কি। উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম। আমি ভাল আছি। তোমার মঙ্গল সংবাদ অতি শীঘ্র জানাইবে।

একান্ত তোমারই
সিতু

তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী   ধীরে পড়ি যাক খসি
কুঠীরের বায়ে।

দশ

শান্তিনিকেতন
২-১২-২১

প্রিয় সইফুল,

তোমার নিকট থেকে ইতিমধ্যে অনেকগুলি চিঠি পেয়েচি। সব চাইতে শেষেরখানা গতকল্য বিকাল বেলা পেয়েচি। সেখানা তুমি ২৮ তারিখে লিখেচ। তোমার তুলনায় আমি চিঠি কম লিখেচি স্বীকার করি। কিন্তু তোমার চিঠিও আমার চিঠির শব্দ গণনা কোরলে পষ্টই (sic) মালুম হবে যে বড় চিঠি আমিই লিখেচি।

তোমার এ সমস্ত চিঠিগুলোতেই বোলেছ (sic) যে তুমি সব কথা খুলে লিখোনা কেননা সেগুলো আমার কাছে কৃত্রিম বলে বোধ হতে পারে। আচ্ছা বল দিকিন আমি কতবার বোলবো যে আমি তোমার চিঠিকে কক্‌খনো কৃত্রিম বলে ভাবিনে। আশা করি তুমি আর এরূপ দুঃখদায়ক কথা লিখবে না।

আমাদের আশ্রম বোধ হয় ২০ ডিসেম্বর থেকে প্রায় ৮/১০ দিন বন্ধ থাকবে। তুমি যদি আস ত নিশ্চয়ই আমার জন্য কোনো ক্লাশ থাকবে না। কেননা এখানে ক্লাশে যাবার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। তবে সে সময় এমনি বন্ধ থাকবে। তুমি যদি আস ত ৭ই পৌষের আগে অবশ্য আসবে। কেননা তখন এইখানে খুব প্রকাণ্ড একটা মেলা[১] হবে। অবশ্যি পরে আসলেও কোনো বাধা নেই। তুমি যদি আস ত কদিন এখানে থাকবে বোলে ঠিক করেছ?

এখানে জনৈক ভদ্রলোক agriculture department খুলবার জন্য আমেরিকা থেকে এসেছেন। আরেকজন রাশিয়া থেকে chemistry department খোলার জন্য এসছেন।

প্রফঃ লেভী[২] যা বক্তৃতা দিচ্ছেন সে নিশ্চয়ই আমার তোমার ভাল লাগবার নয়। তিনি এখন প্রমাণ কচ্ছেন যে যদিও ভৌগলিক (sic) আকার দেখে বোধ হয় ভারতবর্ষের সঙ্গে বাইরের যুগ (sic) এদেশে কখনো ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতি প্রাচীনকাল হতেই এদেশের

যোগ অন্যান্য দেশের সঙ্গে ছিল। তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি "মিটানী" সহরের নাম বোললেন সেই সহরটী ইউফ্রেটীস নদীর পারে আবিষ্কৃত হয়েচে। সেই সহরে একটী প্রাচীন ইটেতে দেখা যায় যে তাহাদের দেবতার নাম ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ---ইত্যাদি ছিল। তিনি এ বিষয়ে বোধ হয় অনেক দিন বক্তৃতা দিবেন। রোজই দেন। আমার তাতে বিশেষ কোনো Interest লাগে না। দিন দিন তার ক্লাশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। যে ভূমিকাটা দিলুম তা যদি তোমার ভাল লাগে ত লিখো আমি পত্রোত্তরে আর লিখতে পারি।

তুমি লিখেচ আমি দিন (sic) দশ দিনের মধ্যে তোমাকে কোনো চিঠি লিখিনি। তার জন্যে আমার বাস্তবিকই দুঃখ হচ্ছে। আশা করি তুমি আমার উপর আর রাগ রাখবে না। আমি শাস্তি স্বরূপ তোমাকে খুব ঘন ঘন চিঠি লিখবো। এই দশ দিন চিঠি না লিখার কোন Satisfactory কারণ আমার নেই স্বীকার কচ্ছি। আমার যেন রোজই মনে হত তোমাকে দুতিন দিনের মধ্যে একখানা লিখেচি কাজেই ভুলক্রমে (যার জন্যে দুঃখিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত) চিঠি লিখিনি। আশা করি তোমার আর রাগ থাকবে না।

বোধ হয় খুব সার্কাস দেখচ? না? আমি কেবল পুরানা সার্কাসের রাত্রির কথা ভেবে এখনো সুখস্বপ্ন দেখি। মনে পড়ে সেই যে সার্কাস-ওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলুম হাফ টিকিটের জন্য?

আমাদের এখানে কোনো রকম ইস্তাহার এ যাবত আসেনি, জগদীশ একটা ইস্কুলের ১২/১৩ বছরের ছোকরা। তার ফটোগ্রুপে নেই। তাকে তোমার চিঠির পরে আর দেখতে পাইনি। বাচাই (sic) গ্যাচে (sic)

লেভী এখানে দশমাস বোধহয় থাকবেন Child mortality এখনো ফিরে পাইনি।

বিঃ কিঃ তোমার প্যানপানির (sic) জন্য উৎসুক রইলুম।

একান্ত তোমারই
সিতু

এগারো

কেন্দুবিল্ব
তাম্বু। রবিবার
সন্ধ্যা ৭টা
Posted on monday

প্রিয় সইফুল,

গতকাল তোমার নামে একখানা চিঠি লিখেচি। আজ একখানা লিখবার ইবাদা (sic) ছিল কিন্তু দিনে লিখিনি কেননা ডাকে দিতে পারব না খাম নেই বলে। রোববার খামও বিক্রী করবে না। এখন লিখচি কাল ডাকে দোব।

আমরা যদ্দূর সম্ভব কাল বিকেলে অথবা পরশু সকালে রওানা হব। আজ সমস্ত দিন কাজ কোরে কোরে নেহাত ক্লান্ত হয়ে গেচি, তাই তোমার কাছে পত্র লিখে...।[১]

এখন...উপর বসে আছি।[২] বাইরেই নদী তারপর প্রকাণ্ড চড়া তারপর বন তারপর আকাশ তাতে গুটিকয়েক তারা আর পূর্ব্বদিকে চাঁদ উঠচে। তাম্বুর ভেতর একটা বাতি ছোট একটী বাস্কের (sic) উপর রেখে আর চিঠির কাগজটা গণক (sic) ভদ্রলোকের বাস্ক থেকে চুরী করে (sic) হ্যামোপাথির একটা বাস্কের (sic) উপর রেখে লিখচি। বিনোদ[৩] কথা বলবার জন্য বকাবকি কোরচে বলচে এ চিঠি লিখবার সময় নয়, অনেকটা তাই; কিন্তু তোমার কাছে চিঠি লিখবার ত কোনো সময় অসময় নেই তাই লিখচি। তাম্বুটার ভেতরে মৃদু মৃদু কথা হচ্ছে। বাইরে গরুর ঘণ্টার আওয়াজ শুনচি। ভারী ইচ্ছে হয় জায়গাটার একটা description দি কিন্তু তা করবার ক্ষমতা আমার নেই তাই বিরত হলুম। বর্ণনাটা দেবারও নয়।

কি লিখি। চিঠি পড়তে ত বেজায় ভাল লাগে কিন্তু লিখি কি? এ প্রশ্নের সমাধান তুমি ধারে থাকলে হত কিন্তু আপাততঃ কী করা যায়। অতএব কিছু বকি। তুমি সেটা তোমার চিরন্তন স্বভাব অনুসারে

নিৰ্ব্বিকার চিত্তে শোনো। এই মাত্র বিখ্যাত আর্টিস্ট নন্দবাবু[৪] এক টুকরো মাছ ভাজা এনে দিলেন তাই খেয়ে স্বর্গসুখ পেলুম।

বাধ্য হয়ে বন্ধ কোরতে হল। বিনোদ বাড়াবাড়ি আরম্ভ কোরেচে।

(মশাই আমার ওপর আপনার এ ভদ্রলোক বড় অত্যাচার করেচে। উপায় করবেন—অপরিচিত।)[৫]

বারো

শান্তিনিকেতন
মঙ্গলবার, রাত্রি ৯-২৪

প্রিয়তম বন্ধু,

তোমার নিকট কেন্দুবিল্ব হইতে দুইখানা পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে নাম দিয়াছি শ্রীঅনাথনাথ বসুর[১] নিকট হইতে। এর কারণ আছে। সেখানে আমাদের হিন্দু মন্দিরের ভিতর ইত্যাদিতে যাইতে হইত। কাজেই আমাকে একটা হিন্দু নাম লইতে হইয়াছিল। আগেই বলিয়াছি পোষ্ট অফিসটা নেহাৎই ছোট। তাই মাষ্টারবাবু আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন, আমি উপরোল্লিখিত নামটিই বলি। আমার চিঠিখানা তিনি নিশ্চয়ই পড়িবেন এবং মুসলমান বন্ধুর কাছে পত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে পারেন ভাবিয়া হিন্দু নামটাই দিলাম। এখানে মুসলমানের সঙ্গে পরিচয় থাকাই একটা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া সকলের মনে হয়। অবশ্যি, না দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না।

এখন রাত্রের বৈতালিক হইতেছে। গানটি বেশ লাগিতেছে। তবে কি গান গাইতেছে তাহা শুনিবার সময় আমার নাই।

...তোমার ভাগ্য এবং স্বস্তি আমার চাইতে ভাল। তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখ, কিন্তু আমি কখনই দেখি না। তার কারণ, স্বপ্ন আমি খুবই কম দেখি, তার উপর যদিও বা কালেভদ্রে কখনো দেখি, সে তাহাদের, যাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি কম।...

শ্রীরামপুরে গিয়া নূতন কিছুই দেখি নাই বলিলেও চলে। সহরটা একেবারে নোংরা, যাকে বলে নেষ্টী।

খাও খুব কমলা খাও। আমার কিন্তু কমলা দেখিলেই শ্রীহট্টে কমলা খাওয়ার কথা মনে পড়ে। বাস্তবিক, বেল পাকিলে কাকের কি? এর Practical experienc এখন হইতেছে।

এক ভদ্রলোক agriculture department খুলিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। তিনি বোধহয় কিছু দিনের মধ্যেই তার ক্লাশ আরম্ভ করিবেন। জন কয়েক ছাত্র ইতিমধ্যেই জুটিয়া গিয়াছেন তিনি তার বক্তৃতায় এখানে কি করিবেন তাই বলিয়াছিলেন। তার মোদ্দা কথাটা এই যে, "আমাদের দেশে আজকাল Government যে সব চাষের বিভাগ খুলিয়াছেন, তাতে দেশের কোনো লাভ হইতেছে না। কারণ, এরা যে সব চাষের যা উপায় দেখায়, তা নিতান্তই expensive কিন্তু, আমরা চাষাবাদের problem তাদের কাছ হইতে নিয়া নিজেরা experiment করিয়া ফের চাষীদের তার প্রতিকার বলিয়া দিব। চাষাদের আমরা Government এর agriculturist-য়ের মত দোষ রাখিব না, "We shall come in close contact with them",—সেদিন আর বিশেষ কিছু বলেন নাই। তার সঙ্গে যখন আলাপ করি, তখন তিনি আমাকে অনেক কিছু বলিয়াছিলেন।...

কেন্দুবিল্বের চিঠির কি পাঠোদ্ধার তুমি করিতে পারিয়াছ না যদুনাথ সরকার নিদেন ক্ষিশোরী সেনকে ডাকিতে হইবে?

নিয়ত দর্শনাকাংখী
সি২

তেরো

পুস্তক Creative Unity পোড়চি। বইখানা এখনো শেষ করিনি; কাজেই তাতে কি আছে ঠিক বোলতে পারব না। অনেক দীর্ঘ চিঠি লিখবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এখনই ক্লাশে যেতে হবে কাজেই আমার পক্ষে বড় চিঠি লিখা সম্ভবপর হবে না। অনেকদিন ধরে তোমার কাছ থেকে চিঠি পাইনি কাজেই আর সবুর কোরতে পারলুম না বড় চিঠি লিখবার জন্য।

বর্তমান দিনগুলি খুব কাজের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। সমস্তদিনই প্রায় কাজ করি। কাজ ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে কোনো স্থিরতা অবশ্য নেই। রাত্রি ১২টা ১২½ পর্যন্ত পড়ি। এত কাজ যে বোধ হয় তিনদিনে তোমার চিঠিটা খতম কোরলুম। এই মনে পড়ে যে একদিন রাত্রে চিঠিটা লিখতে আরম্ভ কোরেছিলুম।

চিঠির কাগজে যতক্ষণ জায়গা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি লিখি কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে এখানেই থামতে হল। কি কোরব উপায় নেই।

বিশেষ কি। তোমার পত্রের অপেক্ষায় ত রইচি (sic)।

একান্ত তোমারই
সিতু

চৌদ্দ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়তম বন্ধু,

তোমার পত্রখানা পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। গত পরশু তোমার নিকট আরেকখানা চিঠি লিখিয়াছি, সেখানা নিশ্চয়ই পাইয়াছ। তোমার পত্র পাওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি, তা হইলে দেখা গেল তুমি এখন আমাকে ভুলিতে পার নাই বা ভুলো নাই। রাগ করিয়ো না। একটানা ছয়খানা চিঠি উত্তর না পাইয়া ওযে লিখিয়াছি তাহার জন্য ধন্যবাদ (sic) জানাইয়াছ আমি উত্তর না পাইয়া ও বোধ হয় এই স্পিডে আরো অনেকদিন চালাইতাম। ইতিমধ্যে তুমি উত্তর দিয়া আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা শেষ করিয়া দিলে।

বেড়াইবার জন্য যে ছুটী (sic) হইয়াছিল তাতে কোথাও যাইব না ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু কারণবশতঃ অবশেষে শ্রীরামপুর গিয়াছিলাম। কেন গেলাম তাহা লিখিতেছি। আমি ছুটীর দ্বিতীয়দিন রান্নাঘর হইতে বিকালবেলার জলখাবার বিসকুট খাইতে ২ ফিরিতেছি এমন সময় জনকয়েক অতিথিকে দেখিলাম। কিয়ৎক্ষণ-পরে তাহাদের সঙ্গে

কথাও হইল। তাহাদের সঙ্গে অবশেষে মাঠে বেড়াইতে গেলাম—তাহারা শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্র। একজন যোড়হাটের, একজন ফরিদপুরের, একজন চট্টগ্রামের ও আরেকজন মুর্শিদাবাদের—আমার কোথাও না যাওয়ার কারণ তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন---আমি মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। তখন তাহারা আমাকে শ্রীরামপুর যাইতে বলিলেন। তাই গেলাম। বেশ আরামে দিনগুলি গেল। কিন্তু অণুক্ষণ এই কথা মনে ছিল যে ১৯১৯ ইংরাজির ও ১৯২০ ইংরাজির ক্রিস্‌মাস্‌ কোথায় যাপন করিয়াছিলাম আর আজ কোথায় করিতেছি সে সময় ত স্বপ্নেও মনে হয় নাই শ্রীরামপুর আসিব। তখন মনে পড়িয়াছিল মননের পিতার মোটা এণ্ডির চাদর গায়ে দিয়া ঘোর কূয়াসার (sic) মধ্যে খুব সকালবেলা ভ্রমণ। তখনও সূর্যোদয়ের অনেক বাকী। এত ঘন কূয়াসা (sic) যে দুইহাত দূরের কিছুই দেখা যায় না। এ রকম কূয়াসা আমি আর কোথাও দেখি নাই। তারপর মনে পড়ে সেই সেখান হইতে ফিরার সময় বাইসিক্ল (sic) ছ্যাঁদা (sic) ও তোমার বাসার সামনে আসিয়া তোমাকে ডাকা। তোমার কোনো সাড়া পাই নাই। তারপর নাদিরের ভাইকে বাইসিক্ল চড়াই। বাসায় আসিয়া দেখি কমলার চিঠি খেলা হইতেছে বড় ভাই সাহেব[১] আমার নাম দিয়াছেন; আমি যাইতেই আমার নামে ১৫টী কমলা উঠিল। ঘরে যাইতেই আম্মা[২] বলিলেন রোগা হইয়া গিয়াছ—ঠিক তিন মাস পরে যদি খোদার কৃপা হয় ত আম্মা ঠিক সেই রকম আমাকে গরমের ছুটীতে বাড়ী গেলে পর বলিবেন——রোগা হইয়া গিয়াছ। সে দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আরো ডাহা, নিরেট তিনমাস বাকী। তার আগের আগের ক্রিস্‌মাস্‌ অর্থাৎ যখন তোমার ও আমার ভিতরে অকূল অচেনা।---সেই সময়কার কথা এখন মনে পড়িতেছে—আমার ছোট বোনের[৩] বিবাহোপলক্ষে শ্রীহট্ট আসিয়াছিলাম—তখন মকসুদের[৪] সঙ্গে বেজায় ভাব ছিল। শ্রীহট্ট আসিয়া শুনিলাম বা'জান[৫] এখানে বদলি হইয়াছেন। তারপর আমার আসার খবর মুরাদ তোমাদিগকে দ্যায় (sic)। তারপরের কথা না হয় নাই বলিলাম---তোমারও মনে আছে। তারপরের ক্রিস্‌মাসের কথা মনে নাই।

আমার নববর্ষের[৬] আন্তরিক মঙ্গল কামনা জানিবে। ধারে নাই না হয় একটী আলিঙ্গন দিতাম।

তোমার যে চিঠিখানা আমি পাই নাই তাহাতে কি লিখিয়াছিলে সম্পূর্ণ ফের লিখিয়া পাঠাইবে। এ তোমার এতদিনের নীরবতার দণ্ড স্বরূপ জানিবে। সে চিঠির true copy পাঠাইবে।

এখানে একটা খাতা বাধাইতে দশ আনা নেয়। তুমি কি একটী কাজ করিতে পার। আমি একটী অটোগ্রাফ তৈয়ারী করিব। তাহাতে আমার পরিচয়ের সকলের হাতের লিখা থাকিবে। কিন্তু এখানে বইয়ের খরছ (sic) ত বলিলাম। কাজেই তুমি একটী বই বাঁধাইয়া পাঠাইতে পার? রোল (sic) ওয়ালা নয়---সাদা। ভালো সাদা কাগজ কিছু কিনিয়া বাঁধাইয়া নিবে। বাইন্ডিংটা যেন ভালো হয় ও ফণী[৭] যদি আসে ত তার হাতে দিয়া দিবে। আর না হয় বুক পোষ্টে পাঠাইয়া দিবে। তাহাতে জোর (sic) ৪ পয়সা লাগিবে। মাইজম ভাই সাহেবকেই পাঠাইতে বলিতাম---কিন্তু তার কুড়েমীর[৮]

পনেরো

তার বাধা এই;---প্রথমতঃ, বেশী সময় একসঙ্গে পাইনে। দ্বিতীয়তঃ, যখনও বা পাই তখন মেজাজ ভালো থাকে না। তোমাকে ত আর প্যাঁচার মত বসে "মশায়ের চিঠি এত তারিখে পেয়েচি"---ইত্যাদি লিখা চলে না। বেশ একটু রঙিন কোরে অথবা রঙিন করবার চেষ্টা কোরে লিখতে হয়। এত বরযাত্রী হওয়া নয়---এ বর হওয়া। বরযাত্রী-দের জন্য সমস্ত রাত্রি ধরে মশা ও পঞ্চান্ন জনের জন্য একটী পায়খানা আর বরের জন্য টুক্‌টুকে কনে ও শাশুড়ীর আদর।

আগে তোমাকে বেশ বড় বড় চিঠি লিখতে পারতুম---আজ কাল কেন পারিনে বোলতে পার? সে সরসতা কি একেবারেই কমে গিয়েচে। এর কারণটা একটু ঠাহর কোরতে চেষ্টা কোরো।

যেমন শ্রীহট্টের ভাঙা ছ্যাকড়া গাড়ী সমস্তদিন চড়বার সময় কিছুই টের পাবে না কিন্তু রাত্রে যখন অকস্থানে ব্যথা হয় তখন বুঝতে পার তেমনি আমার এই অবস্থা যে কি রকম যাচ্ছে ত টের পাচ্ছি নে; তবে বোধহয় এই অবস্থা কেটে গেলে টের পাব।

পড়াশুনা বেশ চলচে। এন্ড্রুস সাহেব ইংরাজী ভাষা, ইংরাজি (sic) সাহিত্য ও রবিবাবুর নবপ্রকাশিত Creative Unity পড়াচ্ছেন। দিনের মধ্যে তিন পিরিয়ডই তিনি পড়ান। তবে পড়ানোটা চমৎকার তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের রচনা আবার তিনিই শুদ্ধ করে দেন। তার কাছে গিয়ে শুদ্ধ করিয়ে নিয়ে আসতে হয়। ছাত্রের অনুপস্থিতিতে রচনা শুদ্ধ করেন না। তিনি রচনায় যতটা সম্ভব কাটাকাটি করেন না---লেখকের মূল রচনা ও তার শব্দ রাখতে চান।... একজন সুইস ভদ্রলোক ফরাসী ও মিস ক্রেমরিশ[১] (পূর্ব্ববৎ) জার্ম্মানী পড়াচ্চেন। আমি যেন ফরাসীতেই একটু কৃতবিদ্য হয়েচি---জার্ম্মানীর তুলনায়। একটু বেশী কোরে খাটলে বোধহয় খুব শীগগীরই বেশ ভাল কোরে শেখা হয়ে যেত। কিন্তু সময় নেই ও খুব খাট্‌তে পারিনে। জানো ত, বেশী খাটা আমার স্বভাব নয়।

তোমার চিঠিগুলো যেন বড় ছোট বলে বোধ হয়। একটু বড় কোরতে চেষ্টা কোরো। তোমার চিঠির ইংরাজী বড় সুন্দর।

তোমার কাছে আমার ইংরাজী লিখতে বড় লজ্জা করে। তোমার ভাষাটা আমার তুলনায় ঢের লুসিড ও অশুদ্ধিশূন্য। আমি এসব বিনয় কোরে বলছিনে। তোমার কাছে বিনয় করবার দিন চলে গিয়েচে। তবে আমার বাঙলায় তোমার তুলনায় কিছু লজ্জিত হবার নেই। এই যা সান্ত্বনা।

আজ আর বেশী লিখছি না। রাত্রি অনেক হল। পড়াশুনা কোরব। যদিও আমার মন তা বিন্দুমাত্র চায় না। কর্তব্যবুদ্ধিই ঘাড়ে ধরিয়ে কাজ করাচ্চে।

তোমার শরীর কেমন আছে। আমি বেশ ভালই। তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলুম।

তোমরাই
সিতু

পুঃ। সঙ্গের চিঠিটা দীনেশ সাহাকে[২] দিয়ো।

ষোলো

শান্তিনিকেতন

প্রিয়তম বন্ধু,

তোমার নিকট হতে কবে চিঠি পাওয়া বন্ধ হয়েচে তা বুঝবার জন্য চিঠির ফাইল খুঁজে দেখলুম তোমার সবশেষের চিঠি এসেচে আমার কাছে ১লা তারিখ। এর পরেও হয়ত একখানা এসে থাকতে পারে। তাও সে ধরা গেল দু'তিন তারিখ। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ এরকম নীরব কেন হয়ে গেলে তার কোনো কারণ ঠাহর কত্তে পাচ্ছি নে। এরি মধ্যে আমি তোমার কাছে ৩ খানা চিঠি বোধ হয় লিখে ফিলেচি কিন্তু তুমি সেই নীরব তপস্যাই কোরচ। আমার চিঠির অপ্সরী-গুলি তা আর ভাঙতে পাচ্ছে না। তুমি খুব ভালো কোরেই জানো আমি ইচ্ছে কোরলেই তোমাকে এখন খুব কতকগুলি কথা এমন বলতে পারি যা শোনে (sic) তুমি বুঝতে পারবে আমি কি রকম দুঃখিত হয়েচি কিন্তু তা বোলে ত কোনো লাভ নেই কেননা যে চিঠি লিখার কোনো দরকার বোঝে না তাকে লাঠি মেরে ত তা আর বোঝানো যায় না। আশা করি এই চিঠিখানার উত্তর অন্ততঃ দেবে।

আমি যে ঘরে থাকতুম সেটা এখন মেয়ে বোর্ডিং স্কুল হয়ে যাবে কাজেই আমাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে। এখন আমি অত্যন্ত বিশ্রী একটা জায়গায় পড়েচি। এ ঘরে দু'জন সিন্ধী, একজন কোচিন অধিবাসী ও একজন মান্দ্রাজী। এরা বাঙালীর চাইতে কোনো অংশে কম স্বার্থপর বা ভদ্র বলে বোধ হয় না। তুমি আসলে তোমাকে এ কষ্ট সহ্য করতে হবে। বাড়ীতে থাকার ও হোস্টেলে থাকার (বিশেষতঃ শান্তিনিকেতনের হোস্টেলে) তাফাৎ (sic) এখন মালুম কোরতে পারচি। বাস্তবিক এখানে এ অসুবিধাটা বড় তীক্ষ্ণ।

দিন কয়েক থেকে যেন কিছু একটা লিখবার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু দোয়াত কলম নিয়ে বসবার সময় পাচ্ছি নে ইচ্ছেও হচ্ছে না। অথচ ভিতরে যেন সমস্ত দিন কি একটা ঠেলে বেরুতে চায়।[১] অথচ বোসলেও যে কিছু তেমন লেখা বেরুবে সেরকম কোনো ভরসাও দেখতে পাচ্ছি নে। যাক্‌গে এসব বাজে কথা।

তুমি যে লিখেচ আমি তোমার কাছে চিঠি লিখচি নে---এর কারণ আমি বলছি “পুরাতনকে আর কাঁহাতক আকড়ে ধরে রাখা যায়”। আমি এবা (sic) উত্তরে কিছু বল্‌লুম না---শুধু এই কথা বলি যে তোমার চিঠি না লিখাই আপাততঃ এই কথা প্রমাণ কোরচে।

৭ই পৌষ ত এল বলে। তুমি কবে আসচ। তোমার আশায় বসে থাকা কি শেষকালে আশাতেই শেষ হবে। না আসার আশা আছে। মনে পড়ে সেই কবিতাটী “আসার আশায় মন দরদী আমি আর কত কাল রব?” তোমার সঙ্গে কি আর কেউ আসচে---না তুমি একাই আসচ (sic)। কলকাতার যাত্রী একটু খুঁজলেই পাবে কিন্তু এখানে আনেওলা (sic) লোক বোধ হয় পাবে না। ৭ই পৌষের ধূমধাম এখন থেকেই সুরু হয়ে গেচে। কাল পরশু থেকে বোধ হয় আর কোনো ক্লাশ ট্লাশ হবে না। রোজই কেবল অধ্যাপকদের নিয়ে উৎসব সম্বন্ধে সভা হচ্ছে। ছেলেদের মধ্যেও চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

কালকে পড়া অনেক। এখন আমার পক্ষে উচিত---সুবোধ ছেলের মত চিঠি লিখা এই পাতাতেই শেষ করে পোড়তে বসা কিন্তু মন কিছুতেই সায় দিতে চাচ্ছে না কাজেই তোমাকে আরেক পাতা চিঠি লিখছি। খাবার ঘন্টা পড়বার এখনো ½ ঘন্টা ৪৫ মিনিট বাকি আছে। অর্থাৎ এখন প্রায় ৭টা রাত।

এখানকার হোষ্টেলের বন্দোবস্ত ভয়ঙ্কর বিশ্রী। সে তুমি যদি আস ত সমস্তই দেখতে পাবে। আপাততঃ থাক। অন্যান্য কথা লিখি। লিখবার কথা খুঁজে পাচ্ছিনে কিন্তু আমার স্বভাব ত জানো কোনো কথা না থাকলেও বেড়াতে বেড়াতে বাজে বকতুম। এবং তোমার মত নিবিষ্ট শ্রোতাও আর কখনো পাইনি কাজেই এখন তোমার কাছ বাজে বকে কথা বলার আনন্দই উপভোগ করে নি। আগের পাতাটা শেষ করেই খেতে চলে গিয়েছিলুম। আমার আন্দাজ ভুল হয়েছিল। ঘন্টা প্রায় তখনই পড়ে যায়। এসে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা কোরে ফের চিঠি লিখতে বসলুম। কিন্তু চিন্তার ধারা ছিন্ন হয়ে গেচে।

তোমাকে আমি বোলেছি যে আমার এখানকার জীবনটা ভালো লাগে না। এখানকার পড়াশুনা অবশ্যি আমার খুব পছন্দ লাগে কিন্তু

বাদ বাকি পড়াশুনা এখানকার জীবন আমার কেন যে ভালো লাগে না তার কারণও মালুম কত্তে পারিনে। এরজন্য অনেকটা হয়ত আমিই দায়ী। তোমরা বাইরে থেকে বর্ণনা শোনে (sic) ভাব এখানকার জীবনটা সুখকর কিন্তু কিছুদিন থাকলে আমার বিশ্বাস তোমারও ভালো লাগবে না। রবীন্দ্রনাথ বোলেছেন "সিসটর নিবেদিতা বা হাভেল সাহেব যে আমাদের দেশের দেবদেবীর প্রশংসা করেন---বলেন এর মধ্যে উচু (sic) আর্ট ও ভাব আছে কারণ এ দেবতাদের তাদের জীবনে বরণ করে নিতে হয় না, কিন্তু যাদের ("অর্থাৎ হিন্দু") এদের নিয়ে সমস্ত জীবন কাটাতে হবে তাদের পক্ষে এ অসহ্য। ঠিক তেমনি মা, ছেলে দুষ্টুমি করলে মারেন কিন্তু মাসী বলেন "বালাই মারো কেন? ছেলেমানুষ দুরন্তপনা করবে না?" যেহেতু মাসীকে এই ছেলে নিয়ে বাস কোরতে হয় না কাজেই তিনি একথা বলেন। সেই দুষ্টু ছেলেকে নিয়ে থাকতে হলে তিনিও চড় দিতেন। আমারও তেমনি এখানে থাকতে হয় বোলে ভালো লাগচে না---তোমরা কিন্তু বাইর থেকে ভাব "আহা এদের জীবনটা কি সুখকর!" অবশ্যি তুমি যে কয়দিন থাকবে তোমার খুব ভালো লাগবে। আমার ত কথাই নেই। সেই আশায়ই ত আজকাল সুখস্বপ্ন দেখা সুরু কোরে দিয়েচি। ---এ দীর্ঘ বক্তৃতা বোধহয় তোমার ভেতরে সহিষ্ণুতার নরমেল্ কণ্ডিসনের উপরে নিয়ে গেচে। কিন্তু আমি ত আগেই বোলেছি এ তোমাকে সহ্য কোরতেই হবে। আমার কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিঠি পড়তে ভয়ঙ্কর ভালো লাগে।

আমি মনে করেছিলুম তুমি শ্রীহট্টের বর্তমান খবর মাঝে মাঝে দেবে, কিন্তু তার কোনো লক্ষণই ত দেখতে পাচ্ছি নে। আশা করি কিছু খবর টবর দেবে। এখানকার কোনো বিশেষ খবর নেই তা না হলে দিতুম। মাইজম ভাই সাহেবের সঙ্গে দেখা এবং কথাবার্তা কি কিছু হয়। তিনি লিখেচেন যে বাসাতে আজকাল তার ভয়ঙ্কর নীরব ঠেকে। বাস্তবিক তার অবস্থা নিশ্চয়ই "চোশনীয়"[২] হয়ে আসচে। ঐ কোয়ার্টারে আবার তার সঙ্গীও তেমন নেই।

এই ইলেকট্রিকট (sic) আলো নেভার warning পড়ল, তাই কেরোসিনের বাতিটা জ্বালিয়ে নিলুম। আজকাল পিয়ার্সন[৩] সাহেব

আমাদের সুইনবার্ন পড়ান। দুতিন দিন পর থেকে বোধ হয় আর ক্লাশ হবে না। বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন ত আরম্ভ হয়ে গেচে।

এখানে শীত শ্রীহট্টের চাইতে ঢের বেশী। সকালে যখন চান করি তখন যেন শরীরটা জমে যেতে চায়। কিন্তু কূয়োর জল গরম এই যা রক্ষা। আমাদের অবশ্য সকালে স্নান করা সম্বন্ধে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু তবুও আমি করি। ছেলেরা---তারা সকালে স্নান কোরতে বাধ্য, বোলে "আপনারা কেন ইচ্ছে (এই ইলেকট্রিক আলো নিভে গেল) করে এ কষ্ট ভোগ কোরচেন?"

তোমাদের একজামিন বোধহয় এতদিনে শেষ হয়ে গেচে। পরীক্ষা দিলে লিখো। আশা করি কম্পালসরি আরবীতে ভালই কোরেচ। এই জিনিষটাকে আমি (sic) বেজায় ভয় করি। আর সবই কোনো রকম বাগানো যায় কিন্তু ঐ জিনিষটী --বাবা! এখানে বোধ হয় শীগগীরই ফারসী ও উর্দু পড়ানোর জন্য একজন শিক্ষক আসবেন। বিশেষ কি? আমি ভালোই (sic)। তোমার শারীরিক কুশল জানাতে ভুলো না। তোমার পুরাতন বন্ধু কি তোমাকে ইতিমধ্যে আবার (sic) আক্রমণ কোরেচেন। ইতি----একান্ত তোমারই[৪]

সতেরো

শান্তিনিকেতন
১২-১২-২১ ইং

প্রিয় বন্ধু,

তোমার নিকট থেকে আট দশ দিনের মধ্যে কোনো চিঠি পাইনি এর কোনো কারণ ঠাহর কোতে পাল্লুম না। তোমার নিকট আরেকখানা পত্র দিনকয়েক হল লিখেচি; আশা করি সেটা পেয়েচ। তুমি কি ইতি-মধ্যে বাড়ী গিয়েছিলে নাকি। তোমার এ রকম স্বভাব ত আগে আর (sic) কখনো দেখিনি। এখন রাত্রি প্রায় ১০½। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোমাকে চিঠিখানা লিখচি। দুএকদিনের মধ্যে আমাদিগকে এ ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে কেননা এটা মেয়ে বোর্ডিং স্কুলের জন্য ব্যবহৃত হবে। আমাদিগকে খুব সম্ভবতঃ একটা গোয়ালে পূরবে (sic)। এ

ঘরটাতে বেশ আরামে ছিলুম। তবে যদ্দূর সম্ভব আমি ব্যারাকে ঢুকব না। অন্য কোথাও একটা উপায় কোরে নোব। বাস্তবিকই এখানকার সকল প্রকারই বন্দোবস্ত অত্যন্ত বিশ্রী।

আজ আমার মনটা ভারী খারাপ ঠেকচে। ঘর বদলানোর হাঙ্গাম আমার নিকট বজ্রাঘাত স্বরূপ। এতক্ষণ বাইরে চাঁদের আলোয় বেড়িয়ে এখন ঘরে ফিরলুম। মনটা ভারী বিষণ্ণ। এরূপ আর দু'একবার ছাড়া অনুভব কখনো করিনি। তোমার নিকট চিঠি লিখে একটু ঠাণ্ডা হব ভেবে শুয়ে শুয়েই পত্র লিখতে বসে গেলুম।

তোমার দিনগুলি কেমন কাটছে? এতদিনে বোধ হয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গ্যাচে। ও একটা বোঝা নামার আনন্দ অনুভব কচ্ছো? আমার আর এ অবস্থা কখনও বোধ হয় হবে কি না সন্দেহ। কিরণ শশীর[১] সঙ্গে কি আর ইতিমধ্যে দেখা হয়েচে। গতবৎসরের এমনদিনের কথা মনে হয়ে কান্না আসচে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। পাঁচ ছয় বছর হয়ত আমাকে এরূপ মনের ব্যাথা (sic) নিয়েই কাটাতেই হবে। আরেক কথা নানারকম মানুষের সঙ্গে মিলামিশা হওয়ায় নূতন নূতন আঘাত পাচ্ছি। কারো সঙ্গে একটু হয়ত ভাব হলো---দুদিন পরে ঝগড়া হয়ে গেল। এর জন্য যেই দোষী হোক আমার আর এ সহ্য হচ্ছে না। অথচ আমার স্বভাব কারো সঙ্গে পরিচয় না কোরে থাকতে পারিনে। তোমার অভাব বড় নিষ্ঠুরভাবে অনুভব কোরচি।

কি লিখি মনটা এত বেশী নীরস ও বিকল হয়ে আছে যে কোনও কথা বেরুতে চাচ্ছে না। তোমার আগমনের প্রত্যাশায় বসে আছি। কিন্তু আমি মনে আশা সম্পূর্ণ দিইনে---কেননা যদি না আস। যদি ৭ই পৌষের সময়ে আস ত কোনো authority-র কাছে চিঠি পত্র লিখতে হবে না।

দূরে রেলগাড়ীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। রেলের আওয়াজ আমি সহ্য কোরতে পারিনে। ভালো। মনে পড়ল তোমার কাছে বোধ হয় দুখানা চিঠি ইতিমধ্যে লিখেচি। সেগুলোর জবাব এ যাবত পাইনি। আশ্রম বোধ হয় ১লা পৌষ থেকে বন্ধ হবে।

দাস,[২] লালা,[৩] স্টোক (sic), মৌলবী সাহেব[৪] ইত্যাদির এরেণ্ট (sic) রাজ কুমারের[৫] আগমন উপলক্ষে বোধ হয় শ্রীহট্ট সহরে---শ্রীহট্টে কেন

সমস্ত দেশেই সাড়া পড়ে গেচে। বেশ একটা হৈ চৈ হচ্ছে। কিন্তু আমরা সে সব কিছুই টের পাইনি। যেন আন্দামানে আছি।

বড় ক্লান্ত হয়ে যেন পড়চি। তোমার কাছে আর বেশী লিখতে পারলুম না। হাতে আর যেন জোর পাচ্ছি নে। পত্রের উত্তর খুব জলদি জলদি দিও। কবে রওানা (sic) হবে সে কথাটা ও কবে পেঁছবে ---খুব সত্বর জানাবে। আমি ভাল---তোমার মঙ্গল চাই। ইতি

তোমারই একান্ত
সি

আঠারো

শান্তিনিকেতন

প্রিয়তম,

তোমার চিঠি গত পরশু পেয়েচি। কিন্তু তখুনি উত্তর দিতে পারলুম না কেননা তখন ডাক চলে যাব যাব কোরচে। কাল ছুটি ছিল ভাবলুম কালই লিখব কিন্তু এমন সময় অর্থাৎ সকাল সাড়ে আটটার সময় সব্বাই মিলে বনভোজনে নিয়ে গেল। এখান থেকে বোলপুরে গিয়ে তিন সের মাংস ও অন্যান্য জিনিষ কিনে মাইল তিনেক হেটে (sic) একটা নদীর ধারে গিয়ে রান্না করে খেলুম। অবশ্যি রান্না বান্না করবার মত ধৈর্য্য, সামর্থ্য, ও শক্তি আমার নেই। নদীটার উপর দিয়ে রেল লাইন গিয়েচে। নদীটা প্রায় কুশিয়ারার সমান। কিন্তু জল প্রায় ২০ হাত জায়গা দিয়ে যাচ্ছে বাকী সবটা শুকনো বালিতে ভরা। জলও আবার হাটুর চাইতে বেশী গভীর হবে না। আমরা বেলা ৫½ সময় ফিরেছিলুম।

কি লিখি। ভিতরে যে কোনো কথা নেই তা বলছিনে। তবে কেন লিখতে পাচ্ছি নে? ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। আমার অবস্থা

কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে
আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাঁদে।

আমার আজকাল একটা ভয়ঙ্কর রোগ হয়েচে কেবল বসে বসে ভাবি এখন কি কচ্ছ। আম্মা এতক্ষণে কাঁথা সেলাই শেষ করে নামাজ পড়া আরম্ভ করেচেন। মাইজম ভাই সাহেব চা তৈরী করবার জন্য তাড়া কচ্ছেন এবং খানু[1] এখন পারিবে না বলিয়া বিষম আপত্তি কচ্ছে। মাখন[2] ও মলাই[3] ইস্কুল হইতে (sic) ফিরে চীৎকার করে রুথদির (sic) কানের দোলের সমালোচনা আরম্ভ করে দিয়েচে। রমজান[4] শুকনো কাপড়গুলি তুলচে। আর

তুমি বোধ হয় ঘড়ি ঘরের[5] সামনের সিঁড়িতে[6] বসে বসে কারো জন্য প্রতীক্ষা কচ্ছ। কি জানি? আর না হয় অন্ধকার ঘরের কোণে চুপ করে বোসে আছ। আর খুব বেশী হলে পরীক্ষার পড়া পড়চ।

আশ্রমে আজকাল রোজই নতুন গান শেখানো হয়। রবিবাবু নূতন গান তৈরী করেন----দীনু বাবু[7] (সেই মোটা ভদ্রলোকটী) সুর দেন এবং তারপর ছেলেরা শেখে। আমাকে রোজই তারা যেতে বোলে কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

কাল বড় ভাই সাহেবের চিঠি পেলুম। তিনি লিখেছেন গান শিখবার জন্য। আমিও ভর্তি হয়ে গিয়েচি। একটী ঘণ্টা বসে কেবল সারেগামা-পাধানিসা, সানিধাপামাগারিসা সাধতে হয়। গান যে কোন দিন আরম্ভ হবে তার কোনো দিশে পাচ্ছিনে।

(একটী ছেলে যার নাম জগদীশ[8] এ ঘরে এসে এমনি ভয়ঙ্কর রূপে জ্বালাতন আরম্ভ কোরেচে যে কিছুতেই তোমার কাছে আর লিখতে পাচ্ছিনে। এমন আব্দারে ছেলে আর কখনো দেখেচি বলে মনে হয় না। সে আবার চিঠির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বোলচে "খবদ্দার লিখবেন না----ভালো হচ্ছে না এ সব।" কাজেই তুমি পষ্টই দেখতে পাচ্ছ কি করে লিখি? সে আবার তোমার ও আমার যে একসঙ্গে তোলা ফটো সেখানা নেবার জন্য ভয়ঙ্কর আব্দার জুড়ে দিয়েচে। তুমি খুব ভাল রকমই জান এ ছবি দেবার মত অনুগ্রহ আমি কখনো কোরব না। অবশ্যি সে যদি চুরী করে অথবা পুড়ে ফেলে ত অন্যকথা। তুমি ভাবচ ছেলেটী খুব সুন্দর---মোটেই নয়---শতকরা নিরানুব্বই জন ছেলেই তার মত।

খাবার ঘন্টা পড়বার আর বড়জোর আধ ঘন্টা বাকী। লিখবার কথা অনেক ছিল কিন্তু উপরোক্ত বৎস---অর্থাৎ বাছুরটীর কৃপায় কলম কিছুতেই এগুচ্ছে না। ও আবার চিঠিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা কচ্ছে।)[৭]

বিশেষ কি লিখিব। আমি ভালই আছি। আশা করি তুমি ভালই আছ।

একান্ত তোমারই
সিতু

চিঠিটা একটু কষ্ট করে পড়ো। সেই ছেলেটির জ্বালায় একবার আস্তটা কাটতে হল

উনিশ

শান্তিনিকেতন

প্রিয় সইফুল,

তোমাকে দিন তিন চার হল একটা চিঠি লিখেছি; আশা করি পেয়েছ। হয়ত না পেয়েও থাকতে পার কেননা সরকার বাহাদুরের মতি এখন বুঝা যায় না। দু'চার পয়সায় এখন আর মন উঠে না।

গভর্ণর গতকল্য এখানে এসেছিলেন। প্রথম সুরুল (sic) কৃষি বিভাগে গিয়েছিলেন তারপর এখানে এসে বিকেলে চা খেয়ে গেলেন। বিশ্বভারতীর প্রায় কোনো ছেলেই তাঁকে দেখতে যায় নি। আমাদের শাস্ত্রী মশায়[১] ভীষণ অসহযোগী। তিনি ঐ সময় বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন। যখন আমরাও গিয়েছিলুম বেড়াতে তখন তাঁকে আশ্রম থেকে মাইল খানেক দূরে কম্বল গায় দিয়ে বেড়াতে দেখলুম। কারমাইকেল না রোনাল্ডলে (sic) যখন এসেছিলেন তখন তিনি তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রী মশায় তাঁর কাছে যেতে রাজী হননি। রবিবাবু যত বলেন "আসুন না, আসুন না---আমি কথা দিয়ে ফেলেছি"---শাস্ত্রীমশায় ততই বলেন "না, না, কি হবে গিয়ে---আমি এখন রান্না করছি।" শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি লাইব্রেরীতে গিয়ে তার ঘরে বসলেন---গভর্ণর বাহাদুর তাঁকে সেখানে গিয়ে দেখে এলেন।

এটা একটা বিজনেস লেটার। তুমি যদি আমার এই কাজটা করে দাও ত তোমাকে কি যে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না। আমার বইটার ভীষণ দরকার। তুমি অনুগ্রহ করে কোনো কলেজ স্টুডেন্টকে (তৈয়ব মিয়া,[২] গফুর মিয়া,[৩] সফির আহমদ্[৪] কি আর কেউ) দিয়ে নিজে কলেজে গিয়ে Prince Kropotkin লিখিত Russian Literature—Realistic & Idealistic খানা আনিয়ে আমাকে বুকপোস্টে যদ্দূর সম্ভব শীঘ্রই পাঠাবে। আমার কাজ শেষ হয়ে গেলেই ফেরত পাঠিয়ে দিব। আমাদের লাইব্রেরীতে বইখানা নেই। কলকাতায়ও আছে কিনা সন্দেহ। রুশ সাহিত্য সম্বন্ধে আমাকে একটা প্রবন্ধ লিখতেই হবে। তুমি যথাসম্ভব শীঘ্রই অর্থাৎ পত্র পাওয়া মাত্রই ফেরত ডাকে বইখানা পাঠাবে।

"মধ্যদিনের আলোর দোহাই নিশির দোহাই ওরে।
ভুলিসনে ভাই পাঠাতে ত্বরা রুশিয়ান লিটারেচারে॥"

জানি বইটা যোগাড় কোরতে ও পাঠাতে তোমাকে বেশ একটু বেগ পেতে হবে কিন্তু তবুও অনুরোধ কোরচি পাঠিও। আর যদি পাঠানোটা নেহাতই অসম্ভব দেখ ত আমাকে ফেরত ডাকেই জানাবে যে পারলে না।

গত রাত্রিতে হিন্দুদের কি জানি কি উৎসব টুৎসব ছিল। তাইতে আশ্রমের মেয়েরা ও মাস্টারদের ভামিনিগণ আমাদের রান্নাঘরে পিঠে ইত্যাদি প্রস্তুত করেছিলেন। অনেক রকমের পিঠে, খান ছ' সাত লুচি ও কপির তরকারী পায়স ইত্যাদি খাদ্য ছিল। খেতে খেতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলুম।

বোধকরি তুমি পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছ; কিন্তু চিঠির উত্তর দিতে ভুল (sic) করো না। আমার আগের চিঠিটাও পেয়েছ কিনা জানাবে। সেটা খামে করে ছিল।

ঐ বইটা যদি পাও ত তার সঙ্গে কি আমাকে একটা যে কোন পার্সী গ্রামার পাঠাতে পারবে? যদি তোমার কাছে না থাকে ত আমাদের বাসায় গিয়ে মাইজম ভাই সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে পাঠাবে। তোমাকে যে এতটা বিপদে ফেলেছি তার জন্য দুঃখিত। কিন্তু কি কোরব। উপায় নেই। ফারসীর তাড়ায় ক্লাশেও বাপরে মারে ডাক ছাড়ছি।

শ্রীহট্টের খবর কি? বিনোদ[৫] কি স্কুলে আসে? আরে ছাই, তোমাদের ত স্কুলই নেই। পরীক্ষার পর কি এখানে একবার আসবে। আল্লার নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়। এখানে আসাটা একেবারেই অসম্ভব নয়।

বিশেষ কি লিখব---আমি শারীরিক কুশলেই আছি। তোমার মঙ্গল সংবাদ জানাতে ভুলো না।

সংগের চিঠিটা যদি মনোওর[৬]কে কখনো পাও ত তাকে দিয়ে দিবে----জবাবটাও সম্ভব হলে দিতে বলবে। ইতি ৪ঠা মাঘ ১৩২৯

তোমার
সিতু

কুড়ি

শান্তিনিকেতন

প্রিয় সইফুল,

আশা করি আমার আগের চিঠিটা পেয়েছ। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রইলুম। ছুটির ত আর বেশী বাকী নেই। এই বেলা যতটা পার চিঠি লিখে নাও। এগজামিনের আগে থেকেই মাষ্টারদের সালাম দেওয়া আরম্ভ করতে হয়। তাহলে সুবিধে বেশী হয়।

গাড়ী যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে তখন একটা ঝাঁকুনী দিয়ে আরম্ভ করে, কিন্তু পরে আর কিছুই টের পাওয়া যায় না। তেমনি ছুটীর প্রথম ধাপ হয়ত এখান থেকে যাওয়ার[১] ঝাঁকুনীতে একটু বেজুত-বেজুত বোধ হতে পারে, কিন্তু সেটা শুধরে যাবে আশা করা যায়।

বসন্ত আসায় সব নতুন পাতায় শালগাছগুলি ভরে গিয়েছে।[২] পাখীর কাকলী শুনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কোকিলের আওয়াজ। প্রেম ত কোরেচি কিন্তু কোকিলের আওয়াজ শুনে ত প্রাণে কোনো নূতন ভাবোদয় হয় না। ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার কানে বাজনার আওয়াজ ভাল লাগে না। সমস্ত জীবন গাড়ীর আওয়াজে কান তার খারাপ হয়ে গিয়েচে। সংসার-কোলাহল কানটা এত খারাপ করে দিয়েচে যে কোকিলের আওয়াজ তাতে কোন সুরেরই সৃষ্টি করে না।

আমার মনটা কেমন ভারগ্রস্ত হয়ে গেচে। তবে টাইলের লাল রঙ যেমন ধূলোয় কিছুদিনের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে কোনো দুঃখের কারণ নেই,——এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেই ফের সাফ হয়ে যায়, তেমনি ভরসা আছে, মনের এই জড়তা কেটে যাবে। কিন্তু সে ঝড়, কি-রথে হয়ে আসবে কে বলতে পারে।

...হয়ত চিঠির কথা তোমায় তেমন আনন্দ না দিতে পারে। আমগাছকে বছর বছরই নূতন পাতা নিতে হয়, আম ধরুক আর না-ই ধরুক। তোমার ভাল লাগুক না লাগুক লিখতেই হবে।

...পুরুষ ও নারীর ভালবাসার মধ্যে তফাৎ এই যে, পুরুষ নিজের ভালবাসাকে গোপন কোরতে পারে না, ফুলের গন্ধের মত ছড়িয়ে পড়ে সে যতই ডালের আড়ালে থাকুক না কেন; কিন্তু নারীর ভালবাসা কেমন জান, যেন শুক্তির ভেতরে মুক্তো। আছে কি না কিছুই টের পাবে না। নারী তাহার প্রেমিককে যতটা আঘাত---রহস্য ছলেই বা প্রকৃতই---করতে পারে পুরুষ ততটা পারে না। প্রেম সম্পর্কে নারী যতদূর নিষ্ঠুর, পুরুষ বোধ হয় ততটা হতে পারে না। কোন পুরুষকে নারী প্রেম জানালে সে পুরুষ যদি তাকে না ভালবাসে ত সে মেয়েটীর জন্য দুঃখিত হবে এবং কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে, মিথ্যে কথা বলেও তাকে সে যে ভালবাসে না—-এই কথা বলার আঘাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো মেয়েকে প্রেম জ্ঞাপন কোরলে সে যদি না ভালবাসে ত এমনি নিষ্ঠুরভাবে জবাব দেওয়া ও তারপর ঐ বেচারাকে নিয়ে বহু মর্মান্তিকভাবে নিষ্ঠুর আমোদ করে। এইখানেই পুরুষ অপেক্ষা নারী নিষ্ঠুর।...[৩]

একুশ

শান্তিনিকেতন

প্রিঃ সইফুল,

অনেকদিন ধরে তোমাকে একটা দীর্ঘ পত্র লিখবো কিন্তু লজ্জার কথা হলেও অস্বীকার করবার যো নেই সে সময় করে উঠতে পারিনি। বিশেষতঃ চারপাঁচ দিন ধরে অসুখ ছিল—-সেটা অবশ্য খুব বেশী

জোরালো নয়, কিন্তু তবুও নেহাৎ কম নয়---কেননা সমস্ত দিন শরীর খারাপের দরুন মনটাও খারাপ হয়ে থাক্‌তো কাজে কাজেই চিঠি লিখতে বসতে ইচ্ছা হত না। অবশ্য একটা পোষ্টকার্ড ঠুকে দিতে পারতুম কিন্তু তাতে আমারই মন উঠে না---তোমার ত দূরের কথা। কাজেই যতই লোকে বলুক, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' তবু আমি মনে করি কানামামাকে ঘাড়ে বওয়া খুব সহজ নয়, তাইত পোষ্টকার্ডে লিখিনি।

তারপর চিরন্তন ভাবনা সুরু হল, কি লিখি। বসন্তকাল এসেছে যদিও বৈজ্ঞানিক জগতে থাকার দরুন মানুষের বসন্তকালে যে স্পৃহা জাগে সেটা কমে গিয়েছে তবুও অনেকেই তো আছে---তার ধাক্কা টের পাচ্ছি, কাজেই যখন রবিবাবুর নূতন গান---

"যদি তারে নাই চিনি গো
সেকি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে---"

শুনি, তখনই মন কেমন ধারা খারাপ হয়ে যায়, কিছুই ভাল লাগে না। তাই একজনকে পাশে পাবার ভারী ইচ্ছা হয়---সে যেই হউক। তবে কপাল কোন শ্রীমতী এখনো ঘাড়ে চাপেননি, না হয় আমাকে এ সব লিখতে দেখলে কোন কাণ্ডই কোরে বস্‌তেন।

চণ্ডীদাস পড়ছিলুম। বড্ড ভাল লাগে। এত simple যে অবাক্‌ হয়ে যেতে হয় কেমন করে এত সহজ সরল ভাষায় কবিতা লিখে অমর হয়ে গেল। না আছে শব্দের ঝংকার, না আছে তুলনার বৈচিত্র (sic)।

এই চিঠিটা পেঁছাবে তোমার পরীক্ষার শেষদিনে বোধ হয়। আশা করি পরীক্ষার পরে যখন সময় পাবে তখন দীর্ঘ পত্র লিখতে কসুর কোরবে না। আমার পরীক্ষা নেই বলে মাঝে মাঝে দুঃখ হত। কিন্তু সেদিন পারসীর অধ্যাপক বললেন পরীক্ষা নেবেন, অমনি সে আগ্রহ দ্বিগুণ হতে দেখা দিয়েছে। চোখে নিদ্রা নেই, কি করে এগুনো যায়।...

তোমাদের এখান থেকে দুজন ছেলে মেট্রিক দেবার জন্য সুড়ি সেণ্টারে গিয়েছে। এদের মধ্যে একজন শশীন্দ্র বাবুর[১] ছেলে সমরেশ সিংহ। ছেলে দুজনই ভাল।

শুনতে পেলুম আমাদের বাসাস্ত সকলেই নাকি শীঘ্রই মৌলবীবাজার চলে যাচ্ছেন। তাহলে আমি এবার শ্রীমংগলের টিকিটই কাটবো। অবশ্য ছুটিতে শ্রীহট্টে একবার যেতে পারি----যেতে পারি কেন যাবই। তোমাকে অবিশ্যি ফেরার সময় মৌলবীবাজারে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

আমার চিঠির আকার কমে যাওয়ার একটা কারণ, বোধহয়, তোমার পত্রের বিরলতা দ্বিতীয় সময়াভাব, তৃতীয় রসাভাব।[২]

বাইশ

শান্তিনিকেতন

প্রিয় সইফুল,

তোমার চিঠিটা আমার নির্ব্বানুমুখ ইংরাজি ভাষায় সলিতার মত খোঁজা (sic) দিয়ে চাগিয়ে দিয়েছিল---অল্পক্ষণের জন্য আমারও সাধ হইল (sic) ঐ শ্বাশুড়ী (sic) ঠাকুরাণীর ভাষায় (mother-in-law's tongue) একটী চিঠি লিখি। উৎসাহের তোড় তখনি এমনি প্রবল যে সুরুও করে দিয়েছিলুম কিন্তু খানিক বাদেই ভুল বুঝতে পারলুম। কাজেই সেই চিঠিটার অন্নপ্রাশন ও অন্ত্যেষ্টি এক পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে---কাজেই আবার নূতন করে লিখতে হ'ল।

কন্দর্প দেবতা তোমার উপর সুপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন? সুখবর সন্দেহ নাই কিন্তু তুমি নিতান্ত বেরসিকের ন্যায় সে মধুময় খবরটা দু লাইনেই খতম্ করে দিয়েছ---নায়িকাকে না চিনতে পারি কিন্তু কি করে তিনি তাঁর পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করলেন সেটা শুনতে ত আর কোনো দোষ নেই। তোমার কপাল ভালো বলতেই হবে। আশ্রমে এত সুন্দরী আছেন কিন্তু কাহারো (sic) কৃপা কটাক্ষ ত আমার উপর পড়িল না। কন্দর্প দেবও যে এমন একচোখা সে (sic) ত জানতুম না---সব অভিষেক বারিই তোমার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ

করে দিচ্ছেন---আমার চিরদুঃখাভিতপ্ত ললাটে কেন একবিন্দুও সিঞ্চিত করছেন না। কি করি---কপাল মন্দ। আশা করি তোমার আদি-রসাশ্রিত ঘটনাটি সালঙ্কারে বর্ণনা করে পাঠাবে।

শান্তিনিকেতন বেশ এক রকম চলছে। সকলেই নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আমার দিনগুলিই শুধু অত্যন্ত honeyless অবস্থায় কাটছে---পড়াশুনা করতে পারছিনে। মনের জোর নেই। শুধু খানিক intelligence থাকলেই কাজ চলবে (sic)---কাজ করবার ক্ষমতা চাই---সে ক্ষমতাটা আবার স্বতস্ফূর্ত্ত হওা (sic) চাই---তা না হলে শুধু নিজকে জোর করে খাটিয়ে কোনো লাভ নেই।

মনে হচ্ছে যেন বড় দেরীতে চিঠিটার জবাব দিচ্ছি---কিন্তু কি কোরব--বলো এনার্জ্জী না থাকলে কি করে লিখি। আশা করি তুমি মদনদেবের তাড়নায় আমাকে সুদীর্ঘ পত্র দেবে। এ কথাটা না বলাই ছিল ভালো---তা হলে তুমি ঐ কথা অপ্রমাণ করবার সুযোগ সুবিধে পেতে না। যাক্‌গে

গেষ্ট হাউসের চাক্‌রী খসে গিয়েছে। আবার বাড়ী থেকে টাকা আনিয়ে এখানকার পড়াশোনা চালাতে হবে। দুদিনের জন্য একটা সুবিধে হয়েছিল পোড়া অদৃষ্ট দেবতার চোখ টাটিয়ে উঠল (sic)।

আমার সঙ্গে গেল সাক্ষাতে একটু রিজার্ভ ছিলে কথাটা তোমার কাছ থেকে শুনে একটু আশ্চর্য্য হলুম। আমি ত তেমন কিছু মার্ক করিনি---হয়ত I love you, I alone you বলনি। না বলে ভালই করেছ। এ সব বল্‌লে বরং এর মাধুর্য্য কমে যায়। তোমার ভালবাসা আমি টের পাই যখন তুমি তোমার দুঃখ কষ্ট সমস্ত বলো। তুমি যদি ভাল না বেসে শুধু বলো I love you etc—তাহলে তোমার কার্য্যকলাপে সেই কথাটা সমস্ত দিন খণ্ডন করবে। আর সত্যিকার যদি ভালোবাসো তা হলে তোমার কথাবার্তা থেকে সেটা বোঝা যায় তখন সালঙ্কারের প্রেম নিবেদন করবার দরকার হয় না। গেল সাক্ষাতে তোমার আলাপে তোমার আমার প্রতি বিশ্বাস ভালো-বাসা পষ্ট ভাবেই টের পেয়েছি। কাজেই তোমার Reserve থাকার মানেটা আমি বুঝতে পারলুম না।

আমার নিজের যে জিনিষটা নেই অন্যের সেটা আছে দেখলে মনে আনন্দ হয় তখনই তাকে আপনার করে নেবার ইচ্ছে হয়। এর থেকেই বন্ধুত্ব হয়। মনে করি আমি সাহসী নই---তোমার সাহস তাইতে আমার খুব ভালো লাগে। We love ourselves in our friends মানে বোধ হয় খানিকটা এই যে আমার যে বাসনা আমার যে ideal তা যখন তোমার মধ্যে দেখতে পাই তখনই তোমাকে ভালবাসি। আমার সেগুলি নিজের না থাকলে আরো বেশী ভালো লাগে। তাই বোধ হয় অসমান জিনিষ একটা আরেকটাকে টানে। সব সময়ই যে এ আইন খাটে তা নয় তবে প্রায়শঃ এই কথাটা খাটে।

তুমি বলতে চাও সব সৌন্দর্য্যই লোকে appreciate করে---তা হয়ত করে। কিন্তু তার মধ্যে একটু গোল রয়ে গেল। মনে করো আমি গান গাইতে পারি আমি নিজে জানিও আমি ভাল গাইতে পারি সংসারে বেশীর ভাগ লোকে তা বলেও থাকে। কিন্তু তখন যদি আমার মনে হয় ঐ লোকটা যদি আমার গানের একটু প্রশংসা করত। এবং তখন যদি[১]

তেইশ

শান্তিনিকেতন
১৫-১-২৩ ইং

প্রিয় সইফুল,

তুমি আমার চিঠিটা পেয়েছ শুনে যে কী আনন্দ আরাম পেলুম তা তোমাকে কী বোলব। ভগবান সরকার বাহাদুরকে বাঁচিয়ে রাখুন। ভেবেছিলুম দু'পয়সা দামের পোষ্টকার্ডে লিখলে চিঠি যায়, কিন্তু এখন দেখছি সরকার বাহাদুর তিনখানা কার্ড অর্থাৎ ছ'পয়সা খরচ না করার আগে চিঠি বিলি করেন না। তিনি বোধ হয় এ-দ্বারা ভারত-বাসীর ধৈর্য্য পরীক্ষা করেন।

আজকালকার রুটিন যদি শুনত দস্তুর মত ঘাবড়ে যাবে। অবশ্য আমার রুটিন। সকলের এ রকম নয়। সকালে প্রাতঃকৃত্তের পর ক্লাস

শুরু। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘন্টাই আমার সমস্তদিনের মধ্যে লেসার। তৃতীয় ঘন্টায় হয় হেম্‌লেট্‌ নতুবা ব্রাউনিং। চতুর্থ ঘন্টায় ফার্সী, পঞ্চমে বাঙলা। তারপর স্নান তারপর আহার। তারপর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম, ফের ষষ্ঠ ঘন্টায় জার্ম্মান, সপ্তম ঘন্টায় ফরাসী ও অষ্টম ঘন্টায় তিনদিন ফরাসী ও তিনদিন বিখ্যাত জার্ম্মান অধ্যাপক ভিনটারনিট্‌সের[১] (sic) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস শ্রবণ। ক্লাস শেষের পর জল খাবার---ভ্রমণ। সন্ধ্যার পর প্রায়ই সভা-টভা কিছু থাকে। আহার---তার কিছুক্ষণ পরেই বিজলী বাতি নিভে যায়। তখন ১০½ রাত্রিতে সুরু হয় "সাবের" চটাচি। কোনদিন ১½ কোনোদিন দুটো---আর কোন দিন একটা। কাজেই কখন যে তোমাকে চিঠি লিখব ভেবে পাই না। সময়টা পাবার জন্য দস্তুরমত কসরৎ কোরতে হয়। কিন্তু তার জন্য তুমি ভীত হয়ো না। ঠিক রীতিমত চিঠি পাবে। তবে ধৈর্য্য ঠিক সমান সব সময় নাও হতে পারে, এই যা কথা।

তোমার ইংরাজি আজকাল এত কট্‌মটে হয়েছে আমাকে পড়বার সময় দস্তুরমত বেগ পেতে হয়---কেননা তাতে এত ভুল যে, মানে উঠাতে তোমাদের (sic) গলদঘর্ম হতে হয়। তাই বঙ্গভাষার আশ্রয় নি।

মনোওরের খবর কি? খুব পড়াশুনা কোরছে---না? তুমি এত শীঘ্র কেন যে ছাত্রজীবন খতম করে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েচ তার কারণ বুঝতে পারলুম না। ভবিষ্যতে যা হবে---হবে। তার জন্য এখন চিন্তা করবার কোনো দরকার নাই। মেট্রিকে একটা ১০৲ টাকার (অন্ততঃ) বৃত্তি পাবার চেষ্টা কোরো। তাহলে নিশ্চিন্ত মনে চার বছর আরো পড়তে পারবে। আর পড়াশুনা যে কোরতেই হবে তারই বা কি মানে; কিন্তু তার জন্য এত ডেস্‌পারেট্‌ হচ্চ কেন। ভাবে বোঝা যাচ্ছে যেন কলেজে পড়তে না পেলে জীবনটা মিছে যাবে। কারবার করার ইচ্ছা না থাকলে কেনই বা কোরতে যাবে। বেরিয়ে পড় বাড়ী থেকে, কিছু ঘুরে এস। তার জন্য এত নিরাশ হবার কি কারণ আছে। তোমার চিঠি থেকে স্পষ্ট আমি কিছুই ঠাহর কোরতে পারছি না---তুমি কি কোরতে চাও। একটু খোলসা করে বল।

শরীর ভালো আছে ত ?

আজকাল আমাদের আশ্রমে খুব চুরি হচ্ছে। সেদিন অফিস ঘর ভেঙ্গে শ'দেড়েক টাকা চুরী (sic)। তারপরের রাত্তিতে মেয়েদের বোর্ডিংএ চুরী। তারপরের রাত্তিতে চোরের আওয়াজ শোনা গেল। চুরী হয়নি। আজকাল রাত্তিরে খুব চৌকী দেওয়া হচ্ছে।

মাঝখানে হঠাৎ ইংরেজী বেরিয়ে পড়ছিল। অহরহ এখানে ইংরাজি বোলতে হয় কিনা।

আজ আর কিছু আসচে না। কষ্ট করে যদি লিখিও তোমার ভালো লাগবেই না----আমারও কষ্ট। আমি ভাল---তোমার মঙ্গল চাই।

ইতি

সি

চব্বিশ

...তাইত, একপাতা হয়ে গেল। কিন্তু লিখলুম কি? সেই পুরাতন ও নিত্যনুতন আদি রস সম্বন্ধে কতকগুলো বাজে কথা। তার অর্থও নেই তা করে অর্থও পাওয়া যায় না।

লেখাপড়া ভালো চলচে না। শরীর ও মন দুইই ভালো বটে কিন্তু তবুও কেমন পড়াশুনায় মন বসে না। সেটা নিশ্চয়ই আমারই দোষ কিন্তু দোষটা আবিষ্কার করতে পারলেই সেটা কেটে যায় না। কি বল?

শাস্ত্রী মশাই[১] আমাকে একটা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ইংরিজী পড়াবার জন্য দিয়েছেন। ভদ্রলোকটী বর্ম্মাদেশীয়। ভাষা জানেন পালি ও বার্মিজ। কাজেই ইংরিজী পড়ানো যে কতবড় ঝকমারি তা তুমি বুঝতেই পারবে না। একটা শব্দ বুঝাবার জন্য কতপ্রকার যে হাত পা নাড়িয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করতে হয় তার কোনো ইয়ত্তাই নেই।

রবিবাবু একটা নুতন ড্রামা লিখেছেন সেটার নাম বোধ হয় যক্ষপুরী।[২] সেদিন সেটা পড়লেন। খুব ভালোই লাগল। তবে বড্ড

Complicated (sic) বলে মনে হয়। দেখা যাক বেরুলে লোকে কি বলে। তবে কেউ কেউ বলে মুক্তধারার চাইতে নাকি সহজ হয়েছে।

আবদুর রউফ[৩] কি শ্রীহট্টে ফিরেছে? সে কি আই. এ. পড়বে? টাউনের আর আর খবর কি? আমি এ যাবত মেট্রিক পরীক্ষার কোনো খবর পাইনি। গভ্‌ট্‌ স্কুলের ফল কেমন হল। আমাদের পরিচয়ের মধ্যে কারা পাশ করল, আর কারা ফেল।

আমার মাথাটা যেন কে চাবি বন্ধ করে দিয়েছে। কিছুই বেরুচ্ছে না। কেন যে এমন কাহিল অবস্থা হ'ল কিছুই বুঝতে পারছি নে। যাক্‌ আমি শারীরিক কুশলেই আছি। আশা করি তুমিও ভালো আছ।

তোমারই
সিতু
10th July 1923

পঁচিশ

নিচাপট্টী, বোলপুর
৮।১১।৬৬

Personal

প্রিয় লালু মিয়া[১]

তোমার লুপ্ত চিঠিখানা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি।

জর্মনরা বলে

Heimat = Homeland ; Heimatliebe = Love for homeland
Vaterland = land of the Forefathers; Vaterlandliebe = Love for fatherland
Patriotismus = Patriotism
Nationalismus = Nationalism

আজকের দিনে বহু জর্মন হিটলারের Nationalism-এর ভূতের নৃত্য দেখে বলে, তারা জর্মন নয়, তারা ইয়োরোপীয়ান। এটা হল পেণ্ডুলাম সুইঙের অন্য একসট্রিমি।

কোনো লোকের পক্ষে nationalism গ্রহণ করা অসম্ভব নাও হতে পারে, কারণ nationalism একটা পলিটিকাল কনসেপ্‌ট্। কিন্তু তার গভীর, ভালোবাসা থাকতে পারে যার হিজ Heimat, Vaterland. এমন কি জর্মনে একটি (sic) সমাস আছে Heimat=Heimat-Stadt-Liebe (Homeland-town (or çity)---love)। লক্ষ্য করো, এখানে সে-শহরকে 'জন্মের শহর' বলেনি। তোমার ভালোবাসা গভীর ত (sic) সিলেট শহর, সুর্মা নদী, মগলাবাজার[২]---সিলেট রাস্তা, দুপাশের ক্ষেত ইত্যাদির প্রতি। এবং সেইখানেই সমাপ্তি। আমার ভালোবাসা সিলেট, মৌলবীবাজার এবং কিছুটা শান্তিনিকেতনের প্রতি। এবং সেইখানেই আমারও সমাপ্তি।

অশোক আকবর আওরঙ্গজেব আমার আপনজন বলে মনে হয় না। এমন কি যে-বাঙলা স্যাহিত্য আমি এনজয় করি তার সঙ্গেও আমার গভীর একাত্মবোধ নেই। ইংরেজের যে রকম আছে এবং গর্ব অনুভব করে।

তোমার বেলাও বোধকরি তাই।

পাকিস্তানীরা আপন দেশের জন্য গর্ব অনুভব করে। সেটা স্বাভাবিক ; কিন্তু এটার দানা বাঁধতে শ' দুতিন বছর লাগবে। কারণ একটা tradition না গড়ে উঠা পর্যন্ত এ-গর্ব অনেকটা 'চরুয়া'দের মত, অর্থাৎ যারা চরে বাস করে।

হিন্দুস্থানের দীর্ঘ ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন আছে এবং বহু হিন্দু তার প্রতি লয়েল, কিন্তু এদের সকলেই পাঠান কর্তৃক দিল্লী জয় থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কেমন যেন একটা hiatus অনুভব করে। ইংরেজ যে রকম Norman Conquest স্বীকার করে নিয়েছে এরা সেরকম পারে না।

বড় ঝামেলা। যাক, আমাদের তো ওপারে যাবার সময় হল। এখন শুধু মাত্র একটি কামনা। হিন্দুস্থান পাকিস্তানে যেন একটা আন্তরিক সমঝাওতা (sic) হয়।

তোমার চিঠি যখন আসে তখন সিলেট থেকে আরেক খানা পত্র আসে। লেখক বোধ হয় মৌলানা নূরুল হক্[৩] সাহেবের সহ সম্পাদক।

সে চিঠিটি কিছুতেই উদ্ধার করতে পারছি নি। Via হক্ সাহেব কিংবা তাঁকে সরাসরি জানিয়ো, আমি অসুস্থ বলে তাঁর আদেশ উপস্থিত পালন করতে পারলুম না----নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে। সেরে উঠেই লেখা পাঠাবো। তাঁর চিঠি হারিয়ে না গিয়ে থাকলে আমি তাঁকে সরাসরিই লিখতুম। পাকা উকিলের মত সব-কটা point স্মরণে রেখে খবরটি দিয়ো।

আর

মৌলানা আমীনুর রশীদ[8]---যুগভেরী[৫]--কে বলো, আমার দুখানা বই অর্ধসমাপ্ত হয়ে আছে

1) হজরত মুহম্মদের জীবনী (দ)
2) হিটলারের জীবনী।

এ বাবদে তাঁর কাছে আমার সাহায্যের (আর্থিক নয়) প্রয়োজন হতে পারে। তিনি যেন মনটাকে তৈরী করে রাখেন।

আর বলো অধুনা প্রকাশিত East West Berlin-এর মাঝখানের Brandenburgetor সম্বন্ধে তার রচিত প্রবন্ধিকাটি অনবদ্য হয়েছে। এই Brandenburg Gate দিয়ে আমি দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঝাড়া ছটি মাস বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দিয়েছি (Sept 1929 to March 1930) অনেক স্মৃতি রয়ে গেছে।

তাঁকে বলো শিগগীরই আমি তাঁকে সরাসরি লিখব। তখন যেন উত্তরটা দেন---দেবেন বলে আশা আছে। উপস্থিত লেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কলকাতা যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে চিঠি গায়েব হতে পারে।

——O——

মৃত্যু আসন্ন। কোনো জিনিস কিনতে গেলেই ভাবি, আর ক'দিনই বাঁচবো, কি দরকার? বিশেষ করে অভিধান, বিশ্বকোষ বা রেফারেন্স বুক—যেগুলো মানুষের বহু বৎসর ধরে কাজে লাগে।

একদিক দিয়ে ভালো।

ভালোবাসা জেনো

সিতু

ছাব্বিশ

C/o. Mrs. R. Ali, Inspectress of Schools,
ফুটকিপাড়া,
P. O. Ghoramara, Rajshahi, 22. 12. 66.

প্রিয় খান সাহেব,

আশা করি তুমি আমার গত কার্ড পেয়েছ। আমি এখানে ৮।১।৬৭ তক্ আছি। তারপর extension পেলে আরো কিছু দিন; কিন্তু সেটা in the womd of the Almighty.

তরশুদিন বাজারে বাবাজী দামাদের[১] (sic) সঙ্গে দেখা! আমি প্রথমটায় চিনতেই পারিনি। (দেখা হয়েছিল মাত্র একবার এবং সেবারও আলাপচারী হয়েছিল প্রধানত তোমার মেয়ের[২] সঙ্গে।)

চিন্‌তে পেরে খুব পিঠ চাপড়ে দিয়ে না-চেনার খেসারতী দেবার চেষ্টাতে 'তুরুট'[৩] (গফুর সাহেবের[৪] ভাষা) করিনি। বাবাজী বললেন, তিনি নাকি চিঠি পেয়েছিলেন এই মর্মে যে আমি এখানে এলে তুম্‌মো[৫] আসবে। তাহলে may I expect you in near future ?

আশা করি কুশলে আছ। শীতটা এখানে জব্বর পড়েছে। তুমি প্লেনে এলে হেথায় লেপকম্বলের অভাব হবে না।

সৈয়দ মু. আলী

সাতাশ

DR. S. M. ALI. *Tuesday*

My dear Khan Sahib,

Herewith a Cheque for Rs. 300/- I am afraid it is not dued. The reason, however, is obvious : I should love to rob you of a far larger sum at a later date. Hence the present, honesty, which fils me ill.

I need Rs 50/- *immediately*. Please do the needful. Should that be any difficulty in the way, please let me know per bearer. As the town of Sylhet has not yet been notified that I have gone insolvent, I hope to be able to realize the petty sum before showing a pair of clean heels to the citizens of this worthy place.

I hope you received my note yesterday, to which, consistent with your usual non-chalance, I recived no response. I shall not try to reform you at this stage of your life.

Yours very Sincerely

Mujtaba Ali

আটাশ

(*Monogram*) S.S. TUSCANIA,

April 14th '34

My dear Saiful

We hope to land at Marseilles tomorrow in the morning. So far I know we are going to Aix, les Bains a fashionable French bathing place near the Swiss border where we stay only for a couple of days. After that I understnd we go to Geneva where again I think we shall stay only for three days. I do not know what the further plans of Dr. Bose are. I think he does not know either.

I shall be in bad need of money and I am writing this letter to you only to remind you that I *positively* must get money from you. It is going to be a tough business this time and I am sure you are going to pull me out.

I do not think brother will send me much. I wonder whether I shall get anything from him as long as I am in Germany. But you know I had to take my chance and that is why I came and did not rot in Calcutta.

So please send as early as possible. I should even advise to get the money from somewhere immediately and then pay him up after you get the money from your provident fund of the office. I think it is the best plan. I do not know what I shall do without your money.

Please send me a airmail letter at all events and let me know what your plans are. I wish you could send me a telegram. I am feeling so restless about money and I am not being able to enjoy half the journey.

Dr. Bose has done so much for me that I do not feel like speaking anything against him. But I think he will not help me much once we are in Europe. He is a man that changes his mind every day 50 times and one does not know how to manage him.

You must send me money by the first week of May without fail.

You shall have to EARN, BORROW, OR STEAL.

I possible send me a telegram. There is a cheap rate, deferred or L. T. O. or something like that.

Ali Care Thos Cook (or Cook alone please find it out by telephonig—that sould save you a word) Berlin, Money sent, Saiful.

No more to-day. It is getting on my nerves to have to about money the whole time. Excuse the machine.

So far I am well. Hope you are so too.

Uors affectionately
Situ

DR. S. M. ALI.

Tuesday

My dear Khan-Saheb,

Herewith a cheque for Rs 300/-. I am afraid it is not dud. The reason, however, is obvious: I should love to rob you of a far larger sum at a later date. Hence the present honesty, which fits me ill.

I need Rs 50/- <u>immediately</u>. Please do the needful. Should there be any difficulty in the way, please let me know per bearer. As the town of Sylhet has not yet been notified that I have gone insolvent, I hope to be able to realize the petty sum before showing a pair of clean heels to the citizens of this worthy place.

I hope you received my note yesterday, to which, consistent with your usual non-chalance, I received no response. I shall not try to reform you at this stage of your life.

Yours very sincerely
Mujtaba Ali

ঊনত্রিশ

The Guest House, Baroda,
August 10th 1938,

My dear Khan Sahib,[১]

I returned to India on the Ist of August after a tour of four months in Europe of which I spent most of the time in Germany. I saw my old friends and I must confess taken all together it was not half so bad. The bee in the bonnet however was that I had get my nose operated which meant that I had to lie in the hospital for about a fortnight or so.

I am sorry you did not reply to my last letter which I wrote to you expressing my regret at the death of our friend Munawwar.[২] I had written another letter to his brother which was no acknowledged either. But I guess he had received so many letters of condolence that it must have been difficult to reply to all of them.

After returning to India I went through the pile of Jugabheri[৩] which had collected for the last four months. You seem to have been fairly active and occupying high position s-It gave me very great pleasure to see you in the lime light and I wonder whether you are not going to be a big pot some day-. It fills my heart with awe as well. A poor school master condemned to oblivion (I am not sorry for it, but who would beliveve it) is afraid to lose friends whose destiny is not to grovel on the dust of forgetfulness but to win laurel after laurel on the highway of fame. I guess I should not attempt at such ornamental

language being quite out of practice. Teaching morons and idiots make you idiotic. You sink to their level and can write and talk only like a moron.

Please keep me in touch with your activity. I am, as you know, very bad at correspondence but not being a great man I do not wish my example to be copied. Beasides I do believe that those that want to make a career should pick up the delighful habit of being a regular correspondet before it as too late.

Our college[৪] closes on or about the tenth of October and I hope to be at home for a fortnight or so. I do hope to meet you at that time. Have you hired a basha already or is your fame merely limited to Jugabheri. I must say that what I expect of respectable lier—I mean lawyer—is a respectable basha. What do I care whether Jugabheri shouts on the house top that you are the biggest gun with the highest calibre in the world?

Well, that is that. I hope you would reply to this. It is not bad if you do not. I hardly expect you to find time for me.

What about your marriage. Has anything been settled. I guess it is high time that something should be done about it. What about the bird.[৫] Are you still after it. Or nothing doing.

I am all right. How are you getting on inter alia financially?

Yours affectionately
Situ

ত্রিশ

S. M. Ali

(*Monogram*) VISVA—BHARATI

Vidya--Bhavana
(College of Graduate & Post-Graduate
Teaching & Research)
SANTINIKETAN, INDIA

NO............ Date 24th Dec.'63

My dear Khan Sahib,

Many thanks for both of your letters. I am afraid you have made a sad mistake about me for which I am partly responsible. The fact is, I have entirely devoted myself to TASAWWUF for a fairly long time past now. As I am in the eraly stages yet, it leaves me little desire to communicate with anyone, and particularly as I was prerfectly certain that you have passed through the crisis which faced you some time back. I know positively that after achieving some success at it, I shall be in a position to write to you in detail and behave in the normal way (outwardly) human beings do. Meanwhile do write to me in detail about the "Suddenly a veil has been lifted from my sight etc. "This comes almost to all human beings who have to face a crisis but THEY FORGET ALL ABOUT IT AS THE CRISIS IS OVER. The wise do not and devote themselves to further exploration, which is full of travail, success, lanslides and a host of other contre temps. After hearing from you about your experience.[১]

I shall write to you again. Meanwhile do not tell anyone about the content of this letter. I do not want the notoriety of a "Faqir" after having one of literature.

Meanwhile see that you sleep very very well, to your heart's content. Which means also the control of food. They are inter connected like Siamese twins. A littele less sex than normal. Complete abstention for a while recommended but not if it means strain. BUT ABOVE ALL SLEEP, not a caused by drug, drink or heavy meal. That would be stupor.

একত্রিংশ

139 F Dhanmondi, Rd 1, Telephone by my bedside 250163
Dacca—5. 11-6-72

My dear Khan Sahib,

My Qazibari sister[১] confirms the fact that letters from Dacca to Sylhet & vice versa have a tendency to get lost. Although I have never been a regular correspondent and much less so since I had that rather serious accident I did write to you explained to me the denouncement of Mian Ahmed Ali's[২] son's marriage and the passive role you played in it, but it appears that the P. C. never reached you. The marriage, as far as I recollect, was scheduled to take place on a Sunday, 16th or perhaps the 23rd of April and I waited for a signal from you and/or Mianji on the previous day followwed by the next morning. Both the days were uncomfortably hot and my shoulder was causing me considerable pain(sic) and I could not have attended the function any way.... I wrote you another P. C. shortly after the 25th Baishakh fiasco which again appears to have gone

astray. Inter alia I drew your attention to the fact that much, very much against my wishes I have started writing a serial again under the good old title "পঞ্চতন্ত্র"[৩] : the first instalment appeared on 20. 5. 72 & the fourth, so far, on the 10th June in 'Desh'.[8] As circa 3000 copies of the weekly come to Dacca in fair regularity I presume a few copies do ultimately reach Sylhet. The distribution arrangement of the journal, however, is so poor even in the Metropolis itself that neither the Agent nor the hawkers given you any assurance that you will get a steady supply. Your last letter of the 7th June which reached me yesterday the 10th (stupendous achievement I should say!) confirms the fact mentioned above in a passive way.... It is but natural that most of the greenness of my earlier writings have "gone with the wind" & age but if you should bump into one old issues in your dentist's waiting room you may perhaps turn over the leaves. Madame's diabetis from which she has been suffering acutely for the past 1½ years (she retired from service last month)[৫] is forcing her to go to Calcutta probably on the 18th instant with the younger son Kabir[৬] to be hiospitalised in the School of Tropical diseases. I shall be here holding the fort during her absence with Prince of Wales. Perhaps Qazibari sister will give me company. If you should meet Md. Muslim (Kana Miah)[৭], please tell him that I shall write to him whenever I get the strenghth to do so. When are you coming to Dacca Tell Choudhury[৮] that মুগাভেরী[৯] has become conspicuous by its absnece. Salams to Madame and Love to kids. *I have absolutely no energy left in me.*

Yours affectionately

Situ

বত্রিশ

139 F Dhanmandi, Road No. I, Dacca.
Phone 317764, 25.6.73.

My dear Khan Sahib,

Madame thanks you and I should join her, although to be very frank I am not half as enthusiastic as she is for the sale, nor half as lazy as she is in taking the necessary steps to expedite the transaction once she is out for it. This paradox needs some explanation. The salary of a young person of 20 (he cannot be a *chef de cuisine*[১] by a long chalk, at this age ; indeed he will learn more of cooking from both of us (আমি যখন কটক যাই ভাবলুম উড়ে বামুন পাচকের ঐ তো কেন্দ্র, new castle-এ coal কে (sic) নিয়ে যায়। গিয়ে শুনলুম এরা (locals) রান্নার কিছু জানে না কলকাতায় বাল্যাবস্থায় গিয়ে বাঙালী গিন্নিমার কাছ থেকে শেখে।)[২] than the service he will render us & in all fairness he should pay us handsomely for both the honour of learning the o culinary art from a gourmte like Dr. Ali of international. fame & as a *bon viveur* and connoisseur of a number of Oriental occidental cuisines), your chagrin at not getting the minimum standard of writing paper & to have to reconcile yourself with what may be regarded as a poor substitute of toilet paper, the sudden keenness of 'Londonis' & other fishy speculators to invest in landed property, my half-heartedness in the whole demarche[৩] are all parts of a simple pattern called *inflation*[৪] with which I am fairly at home, and if you are not, you should be, for, after all, a lawyer has many an odd advice to give his clientile in an abnormal situation like this. Without posing to possess superior knowledge in simple eco-moies (sic) I shall begin by refreshing your memory re. The General Osmani[৫]-cum-Minister Samad[৬] deputation on behalf of the "Londonis"

to the Shaikh Sahib[৭] for increasing the rate of exchange for British currency in relation to "Bangladesh", especially, argued both the Hon'ble members of the cabinet, as the Londonies made considerable sacrifice by surrendering huge sums of British money to Bangladesh Govt. in forced exile when it was absolutely beyond the Ken of the wisest politicians as to whether they will ever again see a brass farthing of the money with which they backed what was far far worse than even the proverbial dark horse. The money which usually went to feed hungry mouths of mothers, wives and sisters. The deputation waited upon the P. M., if I recollect properly, shortly before he left for London for medical treatment. The B. D. Bank was at that time riding the high horse and one of its three top-most officials told me loftily "An exchange rate is is an exchange rate. That is that. We just do not have to show special favour to this or that party (he did not say a 'Londoni' or a 'chimpanzee') and came down to the leavel of horse trade (he was kind enough to spare me Billingsgate). Rs. 17'8 for a £, and thats that." I pointed out that quite a good few central and Western European countries have a specially favourable rate for tourists, foreign students etc. etc., that even Hitlar had extended "tourist Mark" concessions to his worst enemy the French, that I as a "research scholar" (actually I was a Professor in Boroda at that time and has gone to Germany on a spree),[৮] a camouflage winked at by the tourist bureau. The Bank concerned & finally the German Govt. enjoyed a grace of 33% over the usual rate of exchange, as late as one year before the war, i.e., 1938. To cut the story short Banga bandhu was generous eough to fix it at Rs. 20/00 or 25 per £ and flew to England. The B. D. Bank just ignored his '*generosity*' & stuck to 17'8 annas and then suddenly the doun flow of

British currency just dried up but for a few drops for the high officials to go on a lark to London Paris and Viena on "strictly official business", and then began, without any notice (how mean of the blighters of Black market to ignore the Mighty B. D. Bank) the upward spiral of inflation. The Bank Burra Sahibs—better call them Bank Burra Bibis BBB were in such euphoria that before they could descend from their cuckoo-cloudland their opposite numbers in England (or perhaps Delhi had a finger in the pie, perhaps the Khojah merchants, occasionally in partnership with their pre-independence days Marwari crook colleagues) had fixed the rate, pucca (sic), in writing, very much kutcha (sic) should a further graceless climbing down is forced down their throat by the group mentioned above, at Rs. 30/- and yet the Bank is getting a very small part of the total sum ; it was getting a mere 5 million out of a total of 30 millions and it is only $\frac{1}{10}$ th now. "BD Observer' June 25th. A petty Bankman who is free from stupid pretences told me that the Kalabazar is offering 35 to 40 per £. I could make any number of observation on the matter which even the Big Bankers here will find highly original as the result of brilliant research. No and a most emphatic 'No. I have seen these phenomena with my own eyes and I can forecast what is coming on a large Scale of Points not all of course, because of two patterns are exactly alike.

But এহ বাহ্য / In less than a year 17,50 paisa to, say 35 taka per £ in less than a year, which does not quite reflect the astand, state is a Satanic fall, it is not double as far as the buying capacity of the Taka is concerned. If you want to buy the kind of fairly modest note paper you used a few months back, you shall pay 4 to 6 times the price. You have heard of Albert Speer

(pronounce স্পের not স্পীর) Hitler's Minister for armaments, VI etc. rockets, jet planes and what not. His super genius alone is responsible for prolonging the war by at least 9 months. He saw the end phase of the inflation manipulated by the financial Wizard Schacht and wrote to his fiancée in 1925. From the Black Forest where he was on a tour (he had just entered the University. He is of my age, born in 1905 ; I was in II year having jumped a few classes at Tagore's) in Sept' 23 'very cheap here' ! Lodging 400,000 marks & supper 1,800,000 marks, Milk 250,000 marks a pint (on. 3/4th of a kerosine bottle). Six weeks later before the end of the inflation, a restaurant dinner cost 10 to 20 billion marks, and even in the (cheapest) student dining hall over a billion. (In 1929, four years after the inflation a dinner cost me in the student dining hall 90 Pf (One billion mark was equaled with One mark), i.e., 9/10 of a mark in Berlin, where, as you know I spent the first term. At that time one mark=about 14 annas ; in 1970 when I went last the same lunch, same inn was 3 marks but our currency having gone down it would be Rs. 7'50 & in B. D. currency Taka 15 if not more).

Actually in spring 1924 when the inflation was brought to a close, if I remember aright, *1 billion* mark was equated to *one* mark. In other words if you had a billion mark in the bank 1000 000 000 000 (German and English system), i. e., one million times of one million mark, with 12 zeros, (where as one billion in America is 1000 000 000, i. e. one thousand million with 9 zeros make billion) the account just struck off the 12 zeros and informed you that one mark was too small and amount to maintain an account in the bank, a mere 14 annas to so. In other words, the savings of the middle classes and 98% of the

capitalists were just wiped out, whether the money was in the Bank or at home.

But of course multimillionaires or billionaires had their huge factories, krupp, e. g. produced arms, Thyssen (sic) etc, etc. owered (sic) milles of coal mines which often the inflationn retained their intrinsic value just as land, buildings, gold, silver etc. .

Now, say Madame gets the inflated price of 40,000 Taka. What will she do with it ? Put the lot in a bank ? But there is every chance that our currency may soar higher and higher with the result that the house she sold for 40,000 will after 3 months be worth 100 000, i. e., her 40,000 will be wroth less than 15,000. If she would invest her 40,000 in land, buildings what you may call real immovable property, machinary included she will at all events have 'valuables' whatever the trend of currency, bull or bear. If however, it means that she will have to keen a watchful eye on whatever she invests, you may safely rule that out ; she is neither capable of it nor has the necessary health. I have asked one banker so far and it was clear to me that he knows as much of investment at times of inflation as a cat understands polar navigation or a Garo the division of a deceased Muslim's property according to our Imam ! I have to make further enquiries. Could you please do the same ? Of course, if there is a downward trend, which as far as I can see is very unlikely, and the house is valued after some months at 20,000/00 she is a gainer.

Since I wrote you last, the Vender wrote to say that he would be coming to Dacca in about a week's time but perhaps the weather has prevented him. Madame has written to him expressing her consent.

You are perfactly right. It is his headache to regularise all the documents. You, as our specialist will naturally guide him as you have put it in your letter but, (above all) you will have to do the favour of taking all the precautions that having given the money taken possession of the land he does not put us in such a position that ultimately he eats the cake & has it too or/and tries to blackmail us by threatening us with litigation & then, like an angel, talks of a compromise which will mean that we caught out a part of what he had paid us, by finding some loophole in any of the various documents we had signed in good faith. I need not harp on it, as, in this instance, it is your raison d'etre for being in it at all. By the way, the land in question is indeed meant to be used for building a hearth & home and the peasant who sold it to father had his cottage on it...[৯]

Talking of inflation, I, having some experience of countries like Afganistan and Egypt which had recently got their freedom, a Germany which was still licking the wounds of inflation and above all India where I saw the tremendous post-indenendence travail for self sufficiency and preparations for a war—offensive or defensive—well, the list is far too long while East Bengal which I visited every year was being ruthlessly exploited by West Pak and not a chance given to her so that she could some day stand on her own legs (Adamji, Ispahani & others did build some industries but their very structure was exploitation-oriented) but huge amounts of luxury goods both from foreign countries as also made in West Pak in collaboration with foreign capital were poured even into subdivisional towns as opium or toys for keeping the Banglas in a fools-paradise far away from the reality of hard fight for gaining an autonomous economy—well I knew what was in store for you when you were

clebrating your independence in Dec/January, 1971/72. The big difference is this : when India got independence in1947, it had a large number of capitalists who had made piles & piles of black market money let loose by U. S. A. in their war effort in India. For the last 26 years we invested those crores & crores, banned pracitcally all foreign goods, had to tighten our belts all through these years so that we have made some progress in some fields (although, let me hasten to add, as far as the poverty in general is concerned we are where we were in 1947 and I see no prospect of improvement) so that except for razer blades you get everything home made in India to-day.

Apart from corruption which is partly due to the absence of counsumers' goods etc. and the absence of goods partly due to corruption, a vicious circle, lock of know-how folks.

The Big question is *where are your capitalists as India had in* 1947 ? Inspite of the capital which flowed into all sorts of native industries, projects, dams & what not in India from 1947 we had to tighten our belt nearly 20 years before the middle classes could get some relief while you in East Pak had soap from Holland, fancy fabrics from England & Japan, pens, watches, Hondas from China & Japan and Isphahanis spinned coins on *your* tea.

Thank God, you had no marwaries in 1972. They could have bought up and cornered *every single thing* which was selling at usual prices in Jan-March 1972 in Bangladesh with their—½ dozen of them could have done the trick with their hundreds of crores and you would have been naked today my dear chap, wearing bannana leaf. I had no intention of hording necessities in Jan. 1972, e. g. ink, paper, apparels, আটপৌরে

lungis and pajamas etc. nor had I Bangladesh currency to do so, but I told my people not to be fools but buy everything available, some of which were goddamn cheap as they were looted property and the miscreants wanted to get ride of them as quickly as possible. But all of them thought, the market will remain flooded with Indian goods till Doom's Day & they may loose ultimaely by buying at that time.

Be that as it may, I shudder at the idea as to how many long long years you will have to go without this, that & the other. Where will the damn capital come from ? Today it is paper eh? Where will your type writer ribbon come from tomorrow ? How can the Govt. help you or any other Govt. ?[১০]

তথ্যনির্দেশ : ভূমিকা

১ "তাঁর জন্মদিবস হিসেবে এনি অষ্টমী-ডে, ২১শে সেপ্টেম্বর ইত্যাদি উল্লেখের সমাপ্তি ঘটেছে তাঁর অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) Bio-data তে জন্ম-তারিখ হিসেবে '১৯০৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর' লিখন থেকে।" "বাক্‌শিল্পী মুজতবা" : সুনির্মলকুমার দেব মীন; 'মুজতবা প্রসঙ্গ', সম্পাদক, সুনির্মলকুমার দেব মীন, মদনমোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৭৭, পৃ. বিরাশী

২ "১৯৩৭ সাল। ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়াশুনা করি। খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলী সাহেব খুব স্নেহ করতেন। ঘন ঘন যাতায়াত ছিল তাঁর বৈঠকখানায় তাঁর সাথে ইংরেজীতে কথা বললে খুব খুশী হতেন। ইংরেজীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল।" ভূমিকা; কৃষ্ণকুমার পাল চৌধুরী, মুজতবা প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত

৩ "আমরা পরপর তিন ভাই ও পরপর পাঁচ বোনের পর আমাদের সবচেয়ে ছোট আরও একটি ভাই ছিল। সে বছর দুয়েক বয়সে মারা যায়। তখন আমরা রায় নগরে রীচি সাহেবের বাংলোয় থাকি। (১৯১৮ ইং মুজতবা আলীর 'জলে-ডাঙায়' পৃষ্ঠা ৯৯ দ্রষ্টব্য)।" "সৈয়দ মুজতবা আলী": সৈয়দ মোস্তফা আলী, মুজতবা প্রসঙ্গ, পৃ. এক

৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র (১৯২১-২২) সৈয়দ মোস্তফা আলী বৃটিশ-ভারতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৩-৭৫ সময়কালে ইনি সিলেটের সাপ্তাহিক 'যুগভেরী' পত্রিকায় 'ঢাকার চিঠি' শীর্ষক কলাম নিয়মিত লিখতেন।

৫ বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাজ্ঞ গবেষক সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং পদার্থ বিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ গ্রাজুয়েট। 'মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (১৯৭৬) গ্রন্থের রচয়িতা সৈয়দ মুর্তাজা আলী বাংলা একাডেমীর সভাপতির পদ বেশ কিছু কাল অলঙ্কৃত ক'রে রেখেছিলেন।

৬ সৈয়দ হাবিবুন্নেসা-ই সৈয়দ-পরিবারের প্রথম সাহিত্যিক। গ্রন্থকার-হিসেবে মুজতবার আত্মপ্রকাশে বিলম্বের কারণ তাঁর ঐতিহাসিক প্রতিজ্ঞা, এ-প্রসঙ্গে মুজতবা আলীর 'প্রিয়তম বন্ধু' সয়ফ্-উল আলম খান লিখেছেন: "গুরুদেব জীবিত থাকাবস্থায় গ্রন্থাকারে কিছু লিখবো না"---এটা ছিল তাঁর জীবনের পবিত্রতম ইচ্ছা। কবিগুরুর জীবনমানে কোন কিছু গ্রন্থাকারে না লিখার এহেন শ্রদ্ধাবোধের দরুণই ১৯৪৫ সালে দেশে-বিদেশে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।" 'মুজতবার কথা'; সয়ফ্-উল আলম খান, মুজতবা প্রসঙ্গ, পৃ. তেতাল্লিশ

৭ সৈয়দ মোস্তফা আলী, মুজতবা প্রসঙ্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. দুই

৮ "সৈয়দ মুজতবা আলী: জীবন ও সাহিত্য": 'মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' সৈয়দ মুর্তাজা আলী, ১৯৭৬, এ. বি. বুক সেন্টার, ঢাকা পৃ. ৫

৯ পরবর্তীকালের রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচক ও দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভগ্নিপতি আবু সয়ীদ আবদুল্লাহ তখন সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন।

১০ সয়ফ্-উল আলম খান, পূর্বোক্ত, পৃ. একচল্লিশ

১১ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪-৫

১২ উদ্ধৃত, সয়ফ্-উল আলম খান, পূর্বোক্ত, পৃ. তেতাল্লিশ

১৩ শান্তিনিকেতনে প্রবেশের অভিজ্ঞতার বর্ণনা মুজতবার নিজের ভাষায় :

"১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ তখনও খোলা হয়নি।...

প্রথম সাক্ষাতে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি পড়তে চাও? আমি বললুম, তা তো ঠিক জানিনে তবে কোনও একটা জিনিস খুব ভাল করে শিখতে চাই।

তিনি বললেন, নানা জিনিস শিখতে আপত্তি কি?

আমি বললুম, মনকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনও জিনিস বোধ হয় ভাল করে শেখা যায় না।

গুরুদেব আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, একথা কে বলেছে?

আমার বয়স তখন সতেরো,---থতমত খেয়ে বললুম, কানান ভয়েল।

গুরুদেব বললেন, ইংরেজের পক্ষে এ কথা বলা আশ্চর্য নয়।

কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। গুরুদেবের সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ হত ইংরেজী ও বাংলা ক্লাসে। তিনি শেলি, কীটস আর 'বলাকা' পড়াতেন।" সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯০, পৃ. ২০৬-০৭

১৪ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত পৃ. ৮

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-৯

১৬ "এর কিছুদিন আগে কলেজে ম্যাগাজিন বের হয়েছে। একটি প্রবন্ধে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য করা হয়েছিল। ছাত্রেরা উক্ত প্রবন্ধের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।··· যেহেতু প্রিন্সিপাল আমার ভাই ও আমার সঙ্গে বাস করেন (প্রিন্সিপালের কোন বাসভবন ছিল না) সে জন্য আমাকেও এ ব্যাপারে জড়ানো হয়। আমি ঢাকায় এসে চিফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের সঙ্গে দেখা করে বলি, 'মাই ব্রাদার অব অবটেইন্ড এ ডক্‌টরেট ফ্রম বন ইউনিভার্সিটি সেভেনটিন ইয়ারস এগো। হি ডিড নট কাম সিকিংএ জব ইন এ আউট-লাইং স্মল টাউন লাইক বগুড়া অ্যান্ড ক্যান থ্রো আপ দিস জব অ্যাটওয়ান্‌স্।' বগুড়া ফিরে গিয়ে চিফ সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার আলাপের কথা মুজতবা আলীকে জানাই। তিনি পদত্যাগ করে কলকাতা চলে যান।" সৈয়দ মুর্তাজা আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১৭ সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর প্রবন্ধে (সৈয়দ মুজতবা আলী: জীবন ও সাহিত্য) মুজতবার ঢাকা আগমনের তারিখ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর দুই পুত্র ও স্ত্রীর কাছে লেখা একখানা চিঠিতে (ডিসেম্বর ২৮,

১৯৭১), যা বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে রয়েছে তাতে মুজতবা আলী লিখছেন : "...Nevertheless I have succeed with the helps of one of the best friends of mine (her brother, my very dear friend Pochu Sen was killed by Yahya's satans) a ticket by Indian Airways for Monday 3rd Jan 1972. The plane arrives at Tejgaon aitport at about noon".

১৮ সয়ফ্-উল আলম খান এক সাক্ষাৎকারে আমাকে এ-তথ্য প্রদান করেছেন। এবং বর্তমান নিবন্ধে উপস্থাপিত শব্দসমূহ ব্যতীত মুজতবা-লিখিত আরো পঁয়ত্রিশটি অপ্রকাশিত ইংরেজী-পত্র সম্পাদনা ক'রে মুদ্রণের জন্য বর্তমান উপস্থাপকের কাছে সমর্পণ করেছেন।

১৯ সৈয়দ মুজতবা আলীর এই মুখ্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য গৌরকিশোর ঘোষ নির্দেশ করেছেন এভাবে: "সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যে একটা ভাবুক, সদা ছট্‌ফটে রসিক শিশু পুরুষ লুকানো ছিল। পরিহাসের তলায় অনেক গ্লানি লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। ...গভীর মর্মান্তিক সব দুঃখের কাহিনী কত অনায়াসেই না বলে যেতে পারতেন। হাসতে গিয়ে মনে হত কি বোকাই না বনে গিয়েছি।"
ভূমিকা: গৌরকিশোর ঘোষ; সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্র. প্র. ভাদ্র, ১৩৮১, তৃ. মু. আষাঢ় ১৩৮৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃ. [।৵০]

২০ প্রমথনাথ বিশী : কথারসিক সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈ. ম. আ. র., প্রথম খণ্ড, প্র. প্র. ভাদ্র ১৩৮১, চ. মু. জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, প্রকাশক : পূর্বোক্ত

২১ ভূমিকা: অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; সৈ. মু. আ. র., ষষ্ঠ খণ্ড, প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৮৩, প্রকাশক: পূর্বোক্ত, পৃ. [৵০]

২২ প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত, পৃ. [।৵০]

২৩ সৈয়দ মুজতবা আলী; "রবি-মোহন-এনড্রুজ"-প্রবন্ধের পাদ-টীকা সৈ. মু. আ. র., দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশক: পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

তথ্যনির্দেশ : পত্রগুচ্ছ

পত্রসংখ্যা : এক

১ সয়ফ্-উল আলম খান (জ. ১৯০১); বি. এ. (১৯২৭, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেডেলিস্ট), বি. এল. (কলিকাতা)। সৈয়দ

মুজতবা আলীর স্কুল-জীবনের সহপাঠী ও বন্ধু। তাঁদের এই বন্ধুত্ব মুজতবা আলীর মৃত্যুপূর্বকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। জনাব খান বর্তমান সিলেট বার-এর প্রথিতযশ আইনজীবী। তাঁর রবীন্দ্রানুরাগ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির কারণে তিনি সিলেটের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব-রূপে সম্মানিত। আলোচ্য প্রবন্ধে সঙ্কলিত সৈয়দ মুজতবা আলীর পত্রগুচ্ছের সবকটি সয়ফ্-উল আলম খানের উদ্দেশ্যে লেখা। সুদীর্ঘ ৫৫ বছরে প্রায় এক হাজার পত্র সৈয়দ মুজতবা আলী সয়ফ্-উল আলম খানের কাছে প্রেরণ করেছেন। সেই সহস্র-পত্রের মাত্র বত্রিশটি বর্তমান নিবন্ধে উপস্থাপিত হল। অধিকাংশ পত্রই আজ লুপ্ত। আমাদের সংগৃহীত অবশিষ্ট পত্রসমূহ ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে।

২ উপস্থাপিত পত্রটি সিলেটের একটি অনিয়মিত পত্রিকা 'ঈশান'-এ (সাহিত্য সংকলন ১৩৯০, সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, ঈশান প্রকাশনী, সিলেট), প্রকাশিত হয়। সয়ফ্-উল আলম খানের মতে প্রাপক কর্তৃক গৃহীত মুজতবার এটিই প্রথম চিঠি। বর্তমান নিবন্ধকারের কাছে এক পত্রে তিনি জানান "...এই সংখ্যায় (ঈশান) ডাঃ মুজতবা আলীর শান্তিনিকেতনে পৌঁছার প্রথম পত্র"। কিন্তু এই পত্র পাঠে আমরা জানতে পারছি এর পূর্বে জনাব খানের কাছে তিনি আরো দু'খানা চিঠি লিখেছেন।

৩ সৈয়দ মুর্তাজা আলী

৪ ওমর খইয়ামের রুবাই-র প্রতি মুজতবার আকৈশোর অনুরাগ জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত অটুট ছিল। কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত 'রুবাইয়াৎ' -এর মুজতবা-লিখিত ভূমিকায় এবং তাঁর সমগ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে রুবাই-র উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

৫ তাঁর অগ্রজ সৈয়দ মোস্তফা আলী লিখেছেন "মুজতবা আলীর ডাক নাম ছিল 'সিতারা' (নক্ষত্র) অপভ্রংশে নাম গিয়ে দাঁড়ায় 'সিতু'তে। পঞ্চতন্ত্রের 'মার্জার নিধন কাব্য' কবিতার শেষ দিকে

"বাণীরে বন্দিয়া কেচ্ছা খতম বয়ান
দীন সিতু মিয়া ভণে শুনে পুণ্যবান।"

সৈয়দ মোস্তফা আলী "সৈয়দ মুজতবা আলী", মুজতবা প্রসঙ্গ: সুনির্মলকুমার দেব মীন সম্পাদিত, মদনমোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ, সিলেট, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা পাঁচ—ছয়

পত্রসংখ্যা : দুই

১ সুরেশচন্দ্র রাউত; সিলেট গভর্নমেন্ট স্কুলে মুজতবার সহপাঠী, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ বর্জন করেন।

পত্রসংখ্যা : তিন

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ শান্তিনিকেতনে মুজতবা আলীর সহপাঠী।

৩ রেভারেন্ড সি. এফ. এন্‌ড্রুজ। সৈয়দ মুজতবা আলী উত্তরকালে লিখেছেন: "আমরা ঐ নামেই (এন্‌ড্রুজ সাহেব) তাঁকে চিনতুম। আমি তাঁকে গুরুরূপে পাই ১৯২১ থেকে ১৯২৬ অবধি। ...শুনলাম, এ্যানডরুজ সায়েব রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীজী (গান্ধীজী) দুজনারই সখা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের শিষ্য।" সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (দশম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৩৮৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ. ২৬৮। এতদ্ব্যতীত দ্রষ্টব্য—'বিশ্ব-ভারতী', সৈ. মু. আ. র., ১ম খণ্ড, প্রকাশক : পূর্বোক্ত পৃ. ২৩৭-৩৯; 'রবি-মোহন-এনড্রুজ', সৈ. মু. আ. র, ২য় খণ্ড, প্রকাশক : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫-৭১

পত্রসংখ্যা : চার

১ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী; ডাক্তার বৈকুণ্ঠ নন্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি উত্তরকালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। সিলেট গভর্নমেন্ট স্কুলে মুজতবার সহপাঠী ছিলেন।

পত্রসংখ্যা : পাঁচ

১ সয়ফ্‌-উল আলম খান। মুজতবা আলী বন্ধুকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে এই বানান সর্বদা ব্যবহার করেছেন।

২ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

৩ কিরণশশী চৌধুরী, সিলেট গভর্নমেন্ট স্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী।

৪ নীরেন্দ্রচন্দ্র দে; সিলেট গভর্নমেন্ট স্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী।

৫ ধীরেন্দ্রচন্দ্র দে; নীরেন্দ্রচন্দ্র দে-র সহোদর। ইনিও ঐ স্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী ছিলেন।

পত্রসংখ্যা : ছয়

১ উত্তরকালে সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রাসঙ্গিক স্মৃতিচারণা : "ব্যাপকার্থে রবীন্দ্রনাথ তাবৎ বাঙালীর গুরু, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু শব্দার্থে। এবং সে গুরুর মহিমা দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি।...

কীটস্, শেলি, ব্রাউনিং, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ইন্দ্রজাল কতবার দেখেছি আর ভেবেছি, হায়, এ বর্ণনা যদি কেউ লিখে রাখত তাহলে বাঙালী তো তার রস পেতই, বিলেতের লোকও একদিন ওগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাদের নিজের কবির কত অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য দেখতে পেত।" "গুরুদেব", 'ময়ূরকণ্ঠী', সৈ. মু. আ. র., ১ম খণ্ড, প্র. প্র. ভাদ্র ১৩৮১, চ. মু. জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃ. ১৫১-৫২

পত্রসংখ্যা : সাত

১ ৭ই পৌষ তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭--১৯০৫) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাদান উপলক্ষে দেয় ছুটি।

পত্রসংখ্যা : আট

১ মহেন্দ্র দে; সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী।

পত্রসংখ্যা : দশ

১ পৌষমেলা

২ অধ্যাপক সিলভা লেভি। ইনি ছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপর্বে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম-বিশারদ লেভির ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। ভাষাচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সিলভা লেভির একটি মতকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যের আদি-নিদর্শন চর্যাপদের রচনাকাল-নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলেন।

পত্রসংখ্যা : এগারো

১ '...' স্থান কালিমাখা থাকায় হস্তাক্ষর পাঠ করা সম্ভব হয়নি।

২ অনুরূপ

৩ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-৮০); শুরুতে স্যান্‌সক্রিট কলিজিয়েট স্কুল, মডার্ন ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল এবং পরে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। বাল্যে চোখের রোগে আক্রান্ত হন এবং ক্রমে মধ্যবয়সে অন্ধ হয়ে যান। ইনি ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে মুসৌরীতে শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী বিনোদ বিহারী ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যাপক এবং কিছুকাল এমারিটাস অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৪ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬)। 'কবিগুরু ও নন্দলাল' শীর্ষক প্রবন্ধে মুজতবা আলী লিখেছেন: "রসাচার্য নন্দলাল বসুর জীবন এমনই বহু বিচিত্রধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তিনি এতই নব নব অভিযানে বেরিছেন যে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া অতি কঠিন, শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ...

আমরা তাঁকে চিনেছি, গুরুরূপে, রসসৃষ্টির জগতে বহু বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষায় সতত রত স্রষ্টারূপে এবং কবিগুরুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও সহকর্মীরূপে।"

পঞ্চতন্ত্র ২য় পর্ব, সৈ. মু. আ. র., দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮-৯৯

৫ বন্ধনীভুক্ত অংশ সম্ভবত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা।

পত্রসংখ্যা : বারো

১ ঐ নামটি ধারণ ক'রে সৈয়দ মুজতবা আলী যদিও উপস্থিত প্রয়োজন সেরেছেন তবু স্মর্তব্য যে 'বিশ্বভারতী'তে তাঁর সতীর্থদের অন্যতম ছিলেন শ্রীঅনাথনাথ বসু। দ্র. "সৈয়দ মুজতবা আলী: জীবন ও সাহিত্য"; সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুজতবা প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. চৌদ্দ

২ সিতু নামের আদ্যক্ষর।

পত্রসংখ্যা : চৌদ্দ

১ সৈয়দ মোস্তফা আলী (১৮৯৯-); মুজতবা আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

২ আয়তুল মান্নান খাতুন (১৮৭৯-১৯৪২)

৩ সৈয়দ হাবিবুন্নেসা (১৯০৭-৫৪)

৪ সৈয়দ মকসুদ; সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী।

৫ খান বাহাদুর সৈয়দ সিকান্দর আলী (১৮৬৫-১৯৩৯)

৬ নববর্ষের মঙ্গল-কামনাসূত্রে অনুমান করি পত্রটি ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লিখিত।

৭ ফণীভূষণ দত্ত; সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী।

৮ পত্রের পরবর্তী অংশ পাওয়া যায়নি।

পত্রসংখ্যা : পনেরো

১ স্টেলা ক্রামরিশ; বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাযুগে শান্তিনিকেতনে সমাগত বিদেশী পণ্ডিতদের অন্যতম।

২ সিলেট গভর্নমেন্ট স্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী।

পত্রসংখ্যা : ষোলো

১ সম্ভবত এ-সময়েই সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখক-সত্তার প্রথম স্ফূরণ ঘটে।

২ 'শোচনীয়'-শব্দের সকৌতুক রূপান্তর।

৩ শান্তিনিকেতনে সমাগত বিদেশী পণ্ডিতদের অন্যতম। 'ময়ূর-কন্ঠী' (১৩৫৯) গ্রন্থান্তর্গত "বিশ্বভারতী" প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন: "শান্তিনিকেতনে তখন বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এনড্রুজ এবং পিয়ার্সন, শ্রীযুত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক কলিন্‌স্‌, বগদানফ বেনওয়া, ক্লামরিশ, শ্রীযুত মিশ্রজী, শ্রীযুত হিডজিভাই মরিস, শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আরো বহু খ্যাতনামা লোক তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।" সৈ. মু. আ. র.; প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮

৪ পত্রশেষে নিজের নাম দস্তখত না-করে মুজতবা আলী মানব-দেহের উত্তমাংশের অবয়ব অঙ্কন করে দিয়েছেন।

পত্রসংখ্যা : সতেরো

১ পূর্বোক্ত। পরবর্তীকালে ইনি নাম পরিবর্তন করে কিরন্ময় নাম গ্রহণ করেন।

২ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

৩ লালা লজপৎ রায়

৪ মৌলবী আবদুল মছব্বির; সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের তৎকালীন হেড্ মৌলবী। তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন।

৫ প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্; এডোওয়ার্ড দি এইট্থ্

পত্রসংখ্যা : আঠারো

১ মুজতবা আলীর তৃতীয় সহোদরা। উত্তরকালে ইনি জনাব এ. এ. ইসরায়েল-এর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

২ মুজতবা আলীর আরেক সহোদরা। উত্তরকালে ইনি সিলেটের চুরখহি নিবাসী আবদুল হান্নান চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৩ মুজতবা আলীর অন্য সহোদরা। ইনি উত্তরকালে সিলেটের বনগাঁও নিবাসী মামুন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৪ গৃহভৃত্য

৫ সিলেটের পৃথিমপাশার জমিদার আলী আমজাদ স্থাপিত এবং সিলেট শহরে সুরমা নদীর উত্তরপারে কীন্-ব্রিজের অব্যবহিত পশ্চিমে অবস্থিত গৃহাকৃতি ঘড়ি। 'ঘড়িঘরে'র কাঠামোটি এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে যদিও ঘড়িটি দীর্ঘদিন ধ'রে বিকল।

৬ 'ঘড়িঘরে'র অব্যবহিত দক্ষিণে (সুরমা নদীর উত্তর পারে এবং 'কীন্-ব্রিজে'র অব্যবহিত পশ্চিমে) নদীর পারে বাঁধানো সিঁড়ি।

৭ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উত্তরকালে'ময়ূরকন্ঠী' গ্রন্থের "দিনেন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন: "...স্বীকার করি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন, তা অতুলনীয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত, সেদিন সে সঙ্গীত আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত।...

হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত যেন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।"
দ্র. সৈ. মু. আ. র., প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

৮ জগদীশ ভট্টাচার্য (?)

৯ বন্ধনীযুক্ত পত্রাংশ আগাগোড়াই কালি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে, পত্রের পাদটীকার নির্দেশানুসারে আমরা কাটা-অংশের পাঠোদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছি।

পত্রসংখ্যা : উনিশ

১ বিধুশেখর শাস্ত্রী (১২৮৫--১৩৬৪) অথবা ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী (১৮৮০-১৯৬০)। এঁদের দুজনেই এ-সময়ে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।

২ তৈয়ব আলী; সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজের তৎকালীন ছাত্র। পরবর্তীকালে ইনি সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে শিক্ষক-পদে যোগদান করেন।

৩ মোঃ আবদুল গফুর; সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজের তৎকালীন ছাত্র। ইনি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণীসহ এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। সিলেটের দি এইডেড বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক। বর্তমান নিবন্ধকারের শিক্ষাগুরু।

৪ সফির আহমদ চৌধুরী; মুরারীচাঁদ কলেজের তৎকালীন ছাত্র। প্রথম জীবনে শিলং সচিবালয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং শেষ জীবনে ঢাকা সচিবালয় থেকে অবসর নেন।

৫ উত্তরকালে সিলেটের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনশক্তি'র সম্পাদক শ্রী বিনোদবিহারী চক্রবর্তী (?)

৬ মোহাম্মদ মুনাওর; মুজতবা আলীর স্কুল-জীবনের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইনি ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী লাভ করেন এবং এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

পত্রসংখ্যা : কুড়ি

১ প্রিয়তম বন্ধুর আমন্ত্রণে জনাব সয়ফ্-উল আলম খান যে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই বাক্যটিতে।

২ পত্রটিতে তারিখ নেই, বসন্তের আগমন-সংবাদসূত্রে আমাদের অনুমান এর রচনাকাল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্য ফেব্রুয়ারীর কোন এক দিন।

৩ পত্রটির শেষাংশ আমাদের হস্তগত হয়নি।

পত্রসংখ্যা : একুশ

১ শশীন্দ্র সিংহ, সিলেটের নামজাদা জমিদার ও সাংবাদিক।

২ পত্রের শেষাংশ পাওয়া যায়নি।

পত্রসংখ্যা : বাইশ

১ পত্রটির শেষাংশ পাওয়া যায়নি।

পত্রসংখ্যা : তেইশ

১ এলেন উইন্টারনিৎস। তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ "উইন্টারনিৎসকৃত কবি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন" (দ্র. 'দেশ সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩', আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২১৬-১৯

পত্রসংখ্যা : চব্বিশ

১ বিধুশেখর শাস্ত্রী

২ 'রক্তকরবী' নাটক প্রসঙ্গ।

৩ সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী।

পত্রসংখ্যা : পঁচিশ

১ সয়ফ্-উল আলম খানের ডাক নাম।

২ সিলেট-ঢাকা রেল-সড়কের প্রথম স্টেশন।

৩ সিলেট থেকে প্রকাশিত 'আল্-ইসলাহ্' পত্রিকার সম্পাদক। সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা, গ্রন্থ-সংগ্রাহক ও গ্রন্থাগারিক।

৪ আমীনূর রশীদ চৌধুরী; সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'যুগভেরী' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক।

৫ সাপ্তাহিক যুগভেরী।

পত্রসংখ্যা : ছাব্বিশ

১ জামাতা শব্দটির সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা-রূপ। এখানে সয়ফ্-উল আলম খান-এর জামাতা আবদুর রব-কে বোঝানো হয়েছে।

২ নুরুন্নেসা চৌধুরী; জনাব সয়ফ্-উল আলম খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা, ইনি I see Cleopatra and other Poems (London, 1984) গ্রন্থের রচয়িতা।

৩ 'ত্রুটি' শব্দের সিলেটী উপভাষিক রূপ।

৪ মোঃ আবদুল গফুর

পত্রসংখ্যা : উনত্রিশ

১ সয়ফ্-উল আলম খান। প্রিয়তম বন্ধু, প্রিয়তম, প্রিয় সইফুল, প্রিয়তম সইফুল----অবশেষে My dear Khan Sahib ; কৈশোর-যৌবনের আবেগ বার্ধক্যে এসে সম্বোধনের ক্ষেত্রে পরিশীলিত সৌজন্য ও শ্রদ্ধার আশ্রয় নিয়েছে।

২ মোহাম্মদ মুনাওর

৩ সাপ্তাহিক 'যুগভেরী'

৪ এ-সময়ে (১৯৩৬-৪৪) সৈয়দ মুজতবা আলী বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষা-নুরাগী মহারাজা সয়াজী রাও-এর আমন্ত্রণে তিনি ঐ-পদে যোগদান করেন। সয়াজী রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র

মহারাজা প্রতাপ রাও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আগ্রহী ছাত্রের স্বল্পতাহেতু তাঁকে পোস্ট মাস্টার জেনারেল-এর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালে মুজতবা আলীর জবাব ছিল : "ঘোড়দৌড়ের তাজী ঘোড়া বুড়ো হলে রেসে দৌড়তে পারে না। তখন তাকে ছ্যাকড়া গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া হয় না। তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।" (দ্র. সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবন ও সাহিত্য', পূর্বোক্ত) অতঃপর সৈয়দ মুজতবা আলী বরোদার চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন।

৫ জনাব সয়ফ্-উল আলম খান-এর চাচাতো বোন খয়রুন্নেসা চৌধুরী। তাঁর ডাক নাম ছিল পাখী। ইনি উত্তরকালে ইন্স্পেক্ট্রেস অব স্কুলস্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের উপ-সচিব এ. এস. এম. আলী আশরাফের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

পত্রসংখ্যা : ত্রিশ

১ দাক্ষিণাত্যে বাসকালীন সময়ে সৈয়দ মুজতবা আলী এক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন এবং অধ্যাত্মবাদ-চর্চায় মনোনিবেশ করেন ।

পত্রসংখ্যা : একত্রিশ

১ সিলেট শহরস্থ শেখ ঘাট এলাকাধীন 'এহিয়া ভিলা'র খান বাহাদুর এহিয়া সাহেবের স্ত্রী। ইনি সৈয়দ মুজতবা আলীর সহোদরা।

২ সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে মুজতবা আলীর সহপাঠী। ইনি সিলেটে জেলা শিক্ষা দফতরে চাকুরী করতেন।

৩ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ---'পঞ্চতন্ত্র প্রথম পর্ব', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫৯; 'পঞ্চতন্ত্র ২য় পর্ব', বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৬৬ । ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে অভিন্ন শিরোনামায় আবার ঐ-ধারার রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে বর্তমান পত্রে।

৪ সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'দেশ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা।

৫ রাবেয়া আলী; সৈয়দ মুজতবা আলীর পত্নী। ইনি ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাক্শন'-পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

৬ কনিষ্ঠপুত্র সৈয়দ জগলুল আলী। তাঁর ডাক নাম কবীর। অবশ্য এই পুত্রের কাছে লেখা পত্রসমূহের বেশ ক'টিতে মুজতবা আলী তাঁর এই পুত্রকে ভজুরাম বা ভজু নামে সম্বোধন করেছেন।

৭ মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী। সিলেটের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। ইনি প্রাক্তন ইনস্পেক্টর অব্ স্কুল্স্।

৮ আমীনূর রশীদ চৌধুরী

৯ সাপ্তাহিক যুগভেরী; পত্রিকাটির তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন আমীনূর রশীদ চৌধুরী।

পত্রসংখ্যা : বত্রিশ

১ প্রধান বাবুর্চী (ফরাসী)

২ বন্ধনীযুক্ত অংশটি এর অব্যবহিত-পূর্ব তারকা চিহ্নিত বাক্যের পাদটীকা হিসেবে লিখিত। বিন্যাসের সুবিধার্থে আমরা বাংলা বাক্যটি পত্রের মধ্যস্থলে উপস্থাপন করেছি।

৩ Fr., a step or measure especially diplomatic

৪ বর্তমান-পত্রের বিরাট-অংশ জুড়ে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি প্রসঙ্গ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বাসকালীন অভিন্ন সময়ে লেখা রচনার গ্রন্থরূপ 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮২)-তে বিধৃত মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর সমকালীন ভাবনা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উদ্ধৃত হল :

> ..."দুষ্টলোকে বলে বাংলাদেশে এখন ইনফ্লেশন। কেনবার জিনিস নেই, ওদিকে নোটের ছয়লাপ, ইনফ্লেশন হবে না না তো কি, আসমান থেকে মন্না সলতা ঝরব? ...একাধিক গুণী বলছেন, নিক্সন কর্ণধার হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন, অবশ্য আমাদের তুলনায় ধূলি পরিমাণ এবং অর্থশাস্ত্রের প্রাচীন অর্বাচীন ডাঙর ব্যাঙ্কার প্রফেসার

বাণিজ্যের কর্ণধার সব্বাই বলেছেন, এ-ইনফেশনের কারণ এবং দাওয়াই যে মুনি বাৎলাতে পারবেন তিনি অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে অজরামর হয়ে বিরাজ করবেন।"

দ্র. সৈ. মু. আ. র., অষ্টম খণ্ড, প্র. প্র. আশ্বিন ১৩৮৪,

দ্বি. মু. আষাঢ় ১৩৮৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃ. ২২

৫ জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী

৬ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর মন্ত্রীসভার তৎকালীন সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ।

৭ শেখ মুজিবর রহমান

৮ বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক থাকাকালীন সময়ে, ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ মুজতবা আলী আনন্দভ্রমণের উদ্দেশ্যে জার্মানী যান।

৯ সয়ফ্-উল আলম খানের মৌখিক নির্দেশ-ক্রমে এর অব্যবহিত-পরবর্তী একটি বাক্য বর্জন করা হয়েছে।

১০ চিঠির পরবর্তী অংশ পাওয়া যায়নি।